‘শাপর্ণা’ সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা–৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২১ বৈশাখ – ২৭ বৈশাখ, ১৪২৫ ঃ ৫ মে – ১১ মে, ২০১৮
Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 28, 5 May - 11 May, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে ভাগাড় কাণ্ড।

দূষিত মাংসের কারবারে যুক্ত হতে শুরু করেছে রাজনৈতিক নেতাদের নাম। রাজনীতির কারবারীদের মদত না থাকলে ঢিলেঢালা প্রশাসনের সুযোগ নেওয়া সাধারণ মানুষের কাজ নয়। শিকড় অনেক গভীরে। তদন্ত শেষ সীমানায় পৌঁছায় না মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় এখন সেটাই দেখার।

রবিবার : বর্তমান শিক্ষা দেশপ্রেমিক গড়তে ব্যর্থ। বরং

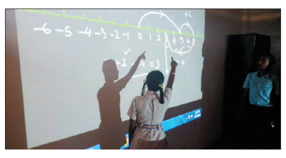

মনুষত্ব ও নৈতিকতা হারিয়ে যাচ্ছে পড়ুয়াদের জীবন থেকে। শুধুই উপার্জন আর ভোগ শিক্ষার উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উপলব্ধি কোনও সাধারণ দেশবাসীর নয়। খোদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর। তাই শিক্ষানীতিতে বৈদিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তাব দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রক।

সোমবার : তিলোত্তমা কলকাতার শরীরে এখন

সবুজায়নের কাঁটা। অপরিকল্পিত সৃজন ও ভুলভাল বৃক্ষ চয়নের ফলে প্রায় প্রতি ঝড়েই উল্টে পড়ছে গাছ। তাকে সরাতে ও সারাতে হিমশিম পুরসভা। এবারে প্রথম কালবৈশাখীতে ভূপতিত গাছ এখনও শুয়ে বেঁকে হেলে রয়েছে বহু জায়গায়।

মঙ্গলবার : ফের গা–ঝাড়া দিল সারদা মামলা। প্রায় ভুলে যাওয়া সারদা কাণ্ড জেগে উঠল দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের স্ত্রী নলিনীকে ইডি–র ডেকে পাঠানোয়। ৭ মে কলকাতায় আসছেন তিনি।

বুধবার : চলে গেলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র। কম্যুনিস্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে বহু বিকল্প পথের সন্ধান করেছিলেন তিনি। রাজনীতিবিদের তকমা ছাপিয়ে অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁর বাগ্মীতা সর্বজনবিদিত।

বৃহস্পতিবার : আধার ছাড়াও মিলবে মোবাইলের সিম। পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রভৃতি দিলেও চলবে। বাধ্যতামূলক নয় আধার নম্বর। জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় টেলিকম সচিব। এর অন্যথা করতে পারবে না কোনও টেলি–সংস্থা।

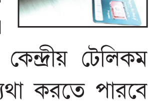

শুক্রবার : পচা ভাগাড়ের মাংস কাণ্ডে বজবজ থেকে ধরা পড়ল বিশু ওরফে বিশ্বনাথ ঘড়ুই ও তার সাগরেদ শেখ সিকান্দার। একই সঙ্গে কলকাতার গর্বের বাজার নিউ মার্কেটে পুরসভার অভিযানে বেরলো বেআইনি রঙ সহ মারাত্মক রাসায়নিক। খাদ্য আতঙ্কে শহর এখন জড়োসড়ো।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পরিকাঠামোর অভাবে সব রেস্তোরাঁই সন্দেহের তালিকায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা

সাম্প্রতিক মরা মুরগিকাণ্ডের জের এখনও কাটেনি। অসুস্থ, মরা মুরগি কেটে মাংসে ফর্মালিন মিশিয়ে বিক্রির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে প্রায় মাস খানেকের বেশি। এখনও পর্যন্ত এই মরা মুরগি কাণ্ডের চক্রের কোনও পান্ডাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্য জুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়ে এক অভিনব ও আরও মারাত্মক ভয়াবহ পর্ব ভাগাড় কান্ড। গত কয়েকদিন ধরে এই ভাগাড় কান্ডে রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের উদ্বেগও চাপা পড়ে গিয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়ায় মরা মুরগির মাংস বিক্রির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে জানানো হয়েছে। জেলার প্রতিটি পুরসভার পক্ষ থেকেও মাংস বিক্রয় কেন্দ্র গুলি ছাড়াও বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিতেও নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এমন কি অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক জায়গাগুলি থেকে মাংসের নমুনাও সংগ্রহ করা হচ্ছে পরীক্ষা করার জন্যে। এমনটাই দাবি করলেন উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা শহর বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুনীলবাবু পুলিশ নিয়ে চাঁপাডালি মোড়ের মহামায়া হোটেল ও রেস্টুরেন্টে হানা দেন। হোটেলের ফ্রিজ খুলে দেখা যায়, বাসি–পচা মাংস তাতে রাখা রয়েছে। এমনকি তার মধ্যে গিজগিজ করছে পোকাও। পুরসভার পক্ষ থেকে হোটেলটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। এই হোটেলটির লাইসেন্সও বাতিল করা হচ্ছে বলে পুরপ্রধান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এই হোটেল ও হোটেলের স্টোর রুম সবটাই বরাবরের মতো সিল করা হয়েছে। সংগৃহীত নমুনা পাঠানো হয়েছে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে। তবে হোটেলের সবাই পলাতক। ফলে কাউকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি।’ অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, আমার পুরসভা এলাকার মানুষ যথেষ্ট সচেতন। তবে আমার এলাকায় কোনও হোটেল ও রেস্তোরাঁ নেই। দুটো ছিল। তার মধ্যে একটি চালাতে না পেরে বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যটিতে গোপনে মদ বিক্রি হত অবৈধভাবে। খবর পেয়ে পুরসভার পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে সেটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনেকদিন আগেই। আর দোকান–বাজারে সমস্ত মাংসের দোকানগুলিকে সামনে কেটে বিক্রি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ তবে পার্শ্ববর্তী হাবড়া শহরে প্রায় ৩০–৪০টির মতো হোটেল–রেস্তোরাঁ আছে। হাবড়া ২ নম্বর রেল গেট অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য কলেজ থেকে শুরু করে চোংদা মোড় পর্যন্ত হাবড়া পুরসভা এলাকা। মূলত মোকাম অঞ্চল হওয়ার কারণে এখানে স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়াও বহিরাগত মানুষের আনাগোনা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এখানে এই হোটেলগুলি একারণেই চলে রমরমিয়ে। তবে মরা মুরগি ও ভাগাড় কাণ্ড প্রকাশ্যে আসায় নজরদারি ব্যাপক বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে হাবড়া পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। উল্লেখ্য অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধবাবু তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, মরা মুরগি ও ভাগাড় কাণ্ড নিঃসন্দেহে এক অমানবিক ও পৈশাচিক ঘটনা।

এরপর পাঁচের পাতায়

মধ্যমগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভাগাড়ের মাংসকাণ্ডে আরও এক অভিযুক্ত ধরা পড়ল পুলিশের জালে। বৃহস্পতিবার রাতে মধ্যমগ্রাম এবং এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে শেখ সিকান্দার আলিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে শেখ সিকান্দারের বাড়ি এয়ারপোর্ট থানার বাকড়া এলাকায়। মধ্যমগ্রামের গঙ্গানগরের সরকারি খাটাল থেকেই মৃত গরু, মোষ সংগ্রহ করত এই শেখ সিকান্দার। তদন্তের কারণে ধৃতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বজবজ থানায়। শেখ সিকান্দার গ্রেফতার হওয়ার পরেই ভাগাড় কাণ্ডের নেপথ্যে এবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল মধ্যমগ্রাম গঙ্গানগরের সরকারি খাটাল থেকে। নৃশংস ভাবে গঙ্গানগরের বহু প্রাচীন গবাদিপশুর খাটালের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল অমানবিক এক মাংস পাচারকারী চক্র। এই চক্রের মূলে ছিল শেখ সিকান্দার আলি। সিকান্দারের কাজই ছিল খাটালের মৃত গরু, মোষ তুলে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া। স্থানীয়দের অভিযোগ মৃত পশু নেওয়ার পাশাপাশি সিকান্দার খাটাল মালিকদের কাছ থেকে গরু, মোষের বাচ্চা কিনে নিত। ইঞ্জেকশন দিয়ে বাচ্চাদের মেরে ফেলত সিকান্দার। তারপর সেগুলো চলে যেত ভাগাড়ে। ফেলার আগেই সেই খবর পৌঁছে যেত মাংস পাচারকারীদের কাছে।

সস্তার বিরিয়ানি বাড়াচ্ছে সংশয়

কুনাল মালিক

বজবজের ভাগাড় থেকে পশু মাংস পাচারের ঘটনায় সাধারণ জনগণ হতবাক। গতকাল ওই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ বেশ কয়েকজন পাণ্ডাকে গ্রেফতার করেছে। জানা যায় শুধু বজবজ নয় কল্যাণী, কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, শিবপুর, সোনারপুর, টালিগঞ্জ এলাকার ভাগাড় থেকেও মরা পশুর মাংস শহরতলির নানা রেস্তোরায় কম মূল্যে পৌঁছে দেওয়া হতো। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তল্লাশি করে এক হাজার প্যাকেট বন্দি পশুমাংস উদ্ধার করা হয়েছে।

এই ঘটনায় কতগুলো প্রশ্ন আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। তাহলে বর্তমানে গ্রাম–মফস্বলের বিভিন্ন বাজারে ৬০–৭০ টাকায় যে চিকেন বিরিয়ানি আমরা গোগ্রাসে গিলছি, তার খাদ্যগত গুণাগুণ কেমন? প্রশ্নটা জাগছে এই কারণে, এখন যত্রতত্র চোখে পড়ছে দোকানের সামনে বড় হাঁড়িতে লাল কাপড় জড়ানো বিরিয়ানির মোহময় হাতছানি শহরতলি থেকে গ্রামগঞ্জ জুড়ে মাত্র ৬০–৭০ টাকায় স্যালাড, ডিম, চিকেন, আলু সহ দেরাদুন রাইসের বিরিয়ানি বিক্রি করে কিভাবে লাভ করছেন বিক্রেতারা? খাদ্যের গুণগত মান ঠিক আছে তো? কলকাতা শহরে তবু মাঝে মধ্যে পুরসভা থেকে নজরদারি হয়, কিন্তু গ্রাম–মফঃস্বলে কোনও নজরদারি নেই। শুধু বিরিয়ানি কেন, শহরতলির অলি–গলিতে বিভিন্ন মুখরোচক চাটের পরটা, ভাতের হোটেল গজিয়ে উঠেছে। সেই সব দোকানের খাদ্য সামগ্রী কতটা স্বাস্থ্যসম্মত— সে ব্যাপারে স্থানীয় পুরসভা, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের তরফে কোনও নজরদারি করা হয় না। বর্তমানে অনেক বাজারে দেখা যাচ্ছে সকালের দিকে বড় বড় সামুদ্রিক মাছের মাথা কাটা মুরগির দেহাবশেষ কম দামে বিক্রি হচ্ছে। মধ্যবিত্ত–গরিব সাধারণ মানুষ লাইন দিয়ে তা ক্রয় করছেন। এগুলোও কতটা স্বাস্থ্যসম্মত কেউ ভেবে দেখছে না। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, কোনও অভিযোগ এলে নিশ্চয় আমরা খতিয়ে দেখব।

এরপর পাঁচের পাতায়

তৃণমূল – তৃণমূল = বিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভাবতেই অবাক লাগে যে মা–মাটি–মানুষ এর সরকার যেখানে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, যেখানে বিরোধীদের টিকি খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর, বর্তমানে মৃতপ্রায় অবস্থা

থেকে অক্সিজেন পেয়ে দাঙ্গা–হাঙ্গামার ময়দানে না গিয়ে বামন হয়ে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো পরিস্থিতি জোরালো হচ্ছে বিরোধীদের। এমনই অবস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পশ্চিমের নিকারিঘাটা গ্রামপঞ্চায়েত সহ বাংলার প্রায় সর্বত্র।

দীর্ঘদিন বাম অপশাসনের সম্মুখে বুক চিতিয়ে লড়াই করে রক্ত ঝরিয়ে বামফ্রন্টের হাতে থাকা পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দলবদ্ধ ভাবে দীর্ঘ সংগ্রাম করে ছিনিয়ে এনেছিল মা–মাটি–মানুষ এর তৃণমূল সরকার। সেই ছিনিয়ে আনা পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। উদারণস্বরূপ সভ্য সমাজের ভব্য বাবুরা/তোদের বাড়ির কেচ্ছা সামলা/তোদের নিয়ে শুরু হয়েছে মা বিক্রির মামলা।

উল্লেখ্য যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়ে বাংলার মানুষের ভালোর জন্য নিজের প্রাণ সংশয়ের কথা না ভেবে ৩৪ বছরের হার্মাদ বাহিনী কে অপসারণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের হাতে গড়েছিলেন মা–মাটি –মানুষ এর দল আর আজ যেন লোভ লালসা সংবরণ করতে না পেরে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মত্ত। যার ফলে ক্যানিং মহকুমা সহ বাংলার প্রায় সর্বত্র গোষ্ঠীকোন্দল প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর এমনই পরিস্থিতি আগামী দিনের সূর্যাস্তের লক্ষণ।

বামখপ্পর থেকে যে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিনিয়ে এনেছিল তৃণমুল কংগ্রেস, সেই নিকারিঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা বর্তমান ২১, বিগত ২০০৮ সালে ওই পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ছিল ১৮।

তার মধ্যে তৃণমূল ১২ টি আসন জয়লাভ করে বামফ্রন্টকে বিতাড়িত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন বিশ্বনাথ নস্কর। ২০১৩ তে ঠিক একই পরিস্থিতি। এছাড়াও ক্যানিংয়ের গোপালপুর, দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতেরও একই পরিস্থিতি। কিন্তু ২০১৮ তে নিজেদের কাজকর্মের জন্য দলীয় টিকিট না পেয়ে নিজের দলের বিরুদ্ধে প্রধানরা নিজেই নির্দল প্রার্থী এবং প্রায় সর্বত্র নির্দল প্রার্থী দিয়েছে। পরিস্থিতি কার্যত তৃণমূলের মাদারগোষ্ঠী ও যুবগোষ্ঠীর মধ্যে। আর এই ঘরোয়া দুর্ধষ্য লড়াইয়ের চোরাস্রোতে ব্যাপক সুবিধা ভোগ করে আবার নবরূপে ফায়দা লুটতে পারে বিজেপি। কিংবা কংগ্রেস, সিপিএমে এর মতো শশ্মানযাত্রীর দলগুলি। অতীতের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে যতদুর জানা গেছে ঘর শত্রু বিভীষণ এর জন্য বিভিন্ন সংসার, দল, সংগঠন কিংবা একতা যাই বলা হোক না কেন ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এবং বর্তমানে ঘর শত্রু বিভীষণ আজও এতবেশি সক্রিয় যে তৃণমূল কে লড়াই করতে হবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে!! এমনই অবস্থায় নিকারিঘাটা পঞ্চায়েতের মতো গ্রামবাংলার অন্যান্য পঞ্চায়েত গুলি। আগামী দিনে যদি তৃণমূলের পতন ঘটে সেটাও আশ্চর্যের কিছু হওয়ার থাকবে না কারণ বিভীষণ আজও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।।

বিরোধী নিকেশের তত্ত্বে শাসক পিছিয়ে কালনায়, ভোটই হচ্ছে না কাটোয়ায়

দেবাশিস রায়

উন্নয়ন। এই একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা দিল রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে। এই শব্দের উপর ভর করেই বিভিন্ন জায়গায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কোথাও নির্বাচন হচ্ছে তো কোথাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকদল ইতিমধ্যেই জয়ের শংসাপত্র পেয়ে গেছে। গ্রাম–গঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের সিংহভাগ নেতা–কর্মীদের এই মুহূর্তে কার্যত একটাই স্লোগান হল, উন্নয়ন যেখানেই, বিরোধী নেই সেখানেই।

এই মুহূর্তে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে শাসকদলের একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজ করছে। এমনকি, বিপুল সংখ্যক আসনে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের হাজার হাজার প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। ওইসব জায়গায় সত্যিই বিরোধী নেই অর্থাৎ তৃণমূলের উন্নয়ন তত্ত্ব কার্যকর বলাই যায়। এই অর্থে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমায় উন্নয়ন হয়েছে আর এই জেলারই পার্শ্ববর্তী কালনা মহকুমা উন্নয়নে তুলনামূলক পিছিয়ে। কেননা কাটোয়া মহকুমার মোট পাঁচটি ব্লকেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করায় এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য আর ভোট গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি, প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি তথা বিধায়ক ও পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিজের কাটোয়া মহকুমা এলাকার সর্বত্রই বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠিত হচ্ছে। এই এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দানের সুযোগই পেলেন না।

তবে, পার্শ্ববর্তী কালনা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অবশ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে কয়েক লক্ষ মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়ায় কার্যত তাঁরা খুশি। এই এলাকায় বিজেপি, সিপিএম, এসইউসি প্রভৃতি বিরোধী দলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় নির্বাচন হবে। এখানে কিন্তু তৃণমূলের উন্নয়ন তত্ত্ব কার্যত খাটেনি। অর্থা এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাজ্যের অপর মন্ত্রী তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন দেবনাথের নিজের কালনা মহকুমা উন্নয়নে পিছিয়ে। কেননা এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরা সক্রিয় রয়েছে। তৃণমূলের স্লোগানে তো বলাই হচ্ছে উন্নয়ন যেখানেই বিরোধী নেই সেখানেই। কিন্তু, তা হয়নি এক্ষেত্রে। এই এলাকায় বিজেপি, সিপিএম প্রভৃতি বিরোধীদলের প্রার্থীরা এলাকায় প্রচার করছেন। ৩ মে কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীর বিভিন্ন এলাকায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে সামিল ছিলেন বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার বধূর কঙ্কাল

মেহেবুব গাজী, রায়দিঘি : দীর্ঘ ১০ মাসের বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকা এক বধূর দেহ উদ্ধার হল মাটির নীচ থেকে। শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়দিঘির নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতুয়া এলাকায়। এদিন মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে সোমা সর্দারের (২৫) দেহের কঙ্কাল। স্থানীয় নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা ওই বধূ। এদিন দেহ তোলার সময় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর–২ ব্লকের বিডিও। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হবে। ঘটনার পর থেকে পলাতক বধূর স্বামী গোপাল সর্দার। বধূকে খুন করে দেহ লোপাটের জন্য মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এই এলাকায় একটি শ্মশান আছে। এদিন বেলাতে সেই শ্মশানে দেহ সৎকার করতে এসেছিল একটি দল। সেই দলের কয়েকজন সদস্য পাশের একটি পোড়ো বাড়ির পাশে যায়। সেই বাড়িটিতে ডেকরেটরের মালপত্র রাখা ছিল। কিন্তু ঘরটি দীর্ঘদিন ধরে খোলা হয়নি। এইসময় কয়েকজন উৎসুক শ্মশানযাত্রী ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে গিয়ে দেখেন মহিলার চুল পড়ে আছে ঘরের মধ্যে। তাঁদের সন্দেহ দানা বাঁধে। বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় রায়দিঘি থানায়। পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। শুরু হয় ঘরের মেঝের মাটি খোঁড়া। প্রথমে মাথার খুলি ওঠে। পরে দেহের কঙ্কাল ওঠে। দেহটি দীর্ঘদিন ধরে মাটির মধ্যে থাকায় কঙ্কাল হয়ে গিয়েছে। এদিন বিডিওর উপস্থিতিতে দেহ উদ্ধার করা হয়। এই পোড়ো বাড়িটি নিখোঁজ বধূর স্বামী গোপালের। ডেকরটেরের ব্যবসা আছে গোপালের। এই ঘরটি গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হত। লোকালয় থেকে একটু ফাঁকাতে এই গুদাম। ফলে মানুষের যাতায়াত ছিল না। পুলিশ নিশ্চিত, মাটির নীচে দেহ লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গোপালের যোগ আছে। গোপালের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। গোপালক জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

প্রতারণার ফাঁদে লোভী যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ ভুয়ো সংস্থায় প্রলোভনে ভিন জেলায় গিয়ে প্রতারণার শিকার হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটার এক যুবক। অভিযোগ গত ২০ এপ্রিল বন্ধুদের সঙ্গে প্রলোভনে পা দিয়ে নদিয়া জেলার পালপাড়া কৃষ্ণনগরের ‘রামনারায়ণ অ্যাসোয়িয়েট’ নামক এক ভুয়ো সংস্থায় যোগ দেয় ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটার যুবক অরূপ পাইক। সেখানে ট্রেনিংয়ের জন্য ১৫৫০০ টাকা জমাও দেয়। এরপর সংস্থার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিকালে মারাত্মক কিছু ড্রাগ খাওয়ানো হয় এবং পরিশেষে ওই সংস্থার চার যুবক অরূপকে শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং লোকালে তুলে দিয়ে চম্পট দেয়। ক্যানিং স্টেশনে নেমে পাগলের মতো ঘুরতে দেখে স্থানীয় বন্ধুবান্ধবরা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠায় বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পাস অরূপ পাইক বাড়িতে গিয়ে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে এবং বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। বাড়ির লোকজন অবস্থা বেগতিক দেখে অরূপকে চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।

ঘটনার কথা জানিয়ে ওই যুবকের বাবা প্রতাপ পাইক ভুয়ো ওই সংস্থার নামে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ না নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বলা হয় নদিয়ার কৃষ্ণনগর থানায় অভিযোগ করতে এমনই অভিযোগ প্রতাপবাবুর।

প্রতাপবাবু আরও জানান আমার ছেলে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে গিয়েছিল। নদিয়ার ওই সংস্থা টাকা পয়সা নিয়ে নেওয়ার পর ছেলেকে মারাত্মক কিছু ড্রাগ খাইয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে পালিয়েছে।

মুখোমুখি

দিলীপ

আসছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। পিছু পিছু লোকসভা। বিজেপির হাঁড়ির খবর জানতে আলিপুর বার্তা হাজির হয়েছিল মুরলীধর লেনে।

রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ মুখোমুখি জয়ন্ত চৌধুরীকে জানালেন অনেক অজানা কথা।

ছয়ের পাতায়।

বাজারের চলন–বলন দেখে মনে হচ্ছে হাতি চলে বাজারে

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক–একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপর হালফিলে গত জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ১০–১২ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার যে একটা সমতা বা ব্যালান্স লাভ করেছে তার আনুসঙ্গিক ফলই হল এখনকার এই শ্রীবৃদ্ধি।

এমনিতে দেখা যায় এই বাজারে

অর্থনীতি

কিছু ঘটে যাওয়ার পর (যে শেয়ারের দাম বাড়া–কমা বা সেক্টর তথা সূচকের ওঠা–নামা হোক না কেন) অনেকে মুরুব্বিয়ানা ঝাড়ছেন। যদিও এই বাজারে আন্দাজে কিছু বলে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই

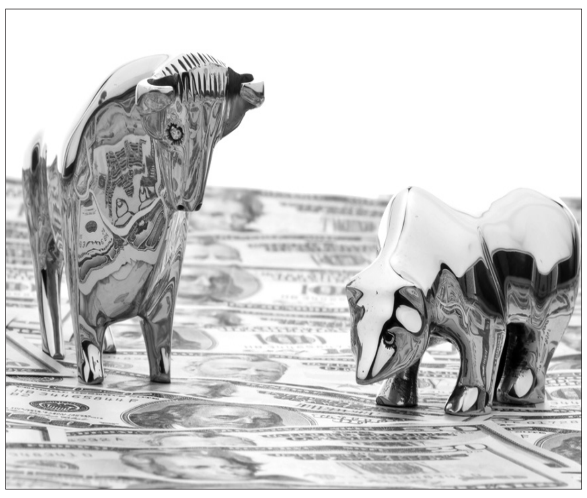

বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে।

এখন যে উত্থান ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে তা নিফটির নিরিখে ৫৫০০ থেকে বাড়তে শুরু করেছিল। সেক্ষেত্রে একটা রিভার্স খেলা দেখা যেতেই পারে। তিনগুণ নিচে যদি আসতে পারে নিফটি তাহলে একইভাবে ৩–৪ গুণ ওপরে উঠতেও পারে তা। সেই সূত্র ধরলে নিফটি হয়ে যেতে পারে ১৬ থেকে ২০ হাজার। এর ওপরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর আপনি–আমি ভাবলাম, আর কারেকশন হয়ে গেল তা তো নয়। বরং এটাও হতে পারে একটানা লম্বা একটা বুল রান প্রত্যক্ষ করল ভারত ও তার টিম শেয়ার মার্কেট। সেক্ষেত্রে বলাবাহুল্য, শুধু চোখের দেখা নয়। এর আস্বাদন চেটেপুটেও নেবেন ট্রেডাররা। ২০০৮–০৯–এর সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির এ যেন ঠিক বিপরীত দিক। এখানে ঝান্ডা উড়ছে কেনারামদের।

এই বাজারে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর।

আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। বস্তুত, টেকনিক্যাল আর ফান্ডামেন্টালকে অনেকে রসিকতা করে তুলনা করেন অ্যালিওপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির সঙ্গে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দুয়ের সমন্বয়ে পদক্ষেপ করতে হয় এই বাজারে। তবে গিয়ে সর্পিল, কুটিল, বক্র পরিস্থিতি থেকে রেহাই মেলে।

৫ কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থায় ৩৯৮ অফিসার

গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের জন্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশ ও সশস্ত্র সীমা বল 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট' পদে ৩৯৮ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। এনসিসি'র 'বি' কিংবা 'সি' সার্টিফিকেট থাকলে বা, খেলাধূলায় অসাধারণ দক্ষতা থাকলে ইন্টারভিউয়ে বাড়তি যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বয়স হতে হবে ১–৮–২০১৮'র হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম তারিখ হতে হবে ২–৮–৯৩ থেকে ১–৮–৯৮'এর মধ্যে।

তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি, সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর আর কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের সংস্থার এই ক্যাডারের কর্মীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১ সেমি, ফুলিয়ে ৮৬ সেমি আর ওজন অন্তত ৫০ কেজি কিংবা উচ্চতা অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৬ কেজি বা উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় দু'চোখে ৬/৯ কিংবা ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১২ আর কাছের বেলায় খারাপ চোখে J.II ও ভালো চোখে J.I এছাড়া ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ট্যারা চোখ বা, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিডিরিটি ফোর্স ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের বেলায় ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারবেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ছেলেরা আবেদন করবেন। শূন্যপদ : ৩৯৮টি। এর মধ্যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ৬০টি, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে ১৭৯টি, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে ৮৪টি, ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশে ৪৬টি, সশস্ত্র সীমা বলে ২৯টি। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০১৮ সালের সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমাণ্ড্যান্টস) এক্সামিনেশন'এর মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা ১২ আগস্ট। পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, গ্যাংটক, কটক, দিসপুর (গুয়াহাটি), শিলঙ, জোরহাট, পাটনা, আগরতলা, রাঁচি ও পোর্ট ব্লেয়ার।

লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দু'টি পেপার : (১) জেনারেল এবিলিটি ও ইন্টেলিজেন্স টেস্ট। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। ২৫০ পরীক্ষা। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। (২) জেনারেল স্টাডিজ, এসে, প্রেসি লেখা ও কম্প্রিহেনশন। ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় থাকবে ৩ ঘন্টা।

প্রথম পেপারে প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়ে : (১) জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি, (২) জেনারেল সায়েন্স, (৩) জাতীয় ও অন্তর্জাতিক সাম্প্রতিককালের ঘটনা, (৪) ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, (৫) ভারতের ইতিহাস, (৬) ভারত ও বিশ্বের ভূগোল। দ্বিতীয় পেপারে ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে। দু'টি পেপারেই আলাদাভাবে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে তবেই সফল হবেন। প্রথম পত্রের উত্তরপত্র প্রথমে দেখা হবে ও তাতে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে তবেই দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্র দেখা হবে। এরপর হবে শারীরিক মাপজোখ, ডাক্তারি পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে এই ৪টি ইভেন্ট : (১) ১০০ মিটার দৌড় – ছেলেদের বেলায় ১৬ সেকেন্ডে ও মহিলাদের ১৮ সেকেন্ডে, (২) ৮০০ মিটার দৌড় – ছেলেদের ৩ মিনিটে ৪৫ সেকেন্ডে ও মহিলাদের ৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে, (৩) লঙ জাম্প – ছেলেদের সাড়ে ৩ মিটার ও মহিলাদের ৩ মিটার, (৪) শট–পাট – শুদুমাত্র ছেলেদের ৭.২৬ কেজি ওজনের লোহার বল নিয়ে ৪.৫ মিটার। লঙ জাম্পে সফল হওয়ার জন্য ৩ বার সুযোগ পাবেন। সফল হলে ১৫০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। লিখিত পরীক্ষা

কাজের খবর

ও পার্সোন্যালিটি টেস্টে পাওয়া নম্বর নিয়ে মেধা তালিকা তৈরি হবে। কোথায় পরীক্ষা তা অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে জানানো হবে। তপশিলী প্রার্থীরা যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ফেরৎ পাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২১ মের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : http://www.upsconline.nic.in অনলাইনে দরখাস্ত করলে পরীক্ষা ফি বাবদ ২০০ (মহিলা ও তপশিলীদের ফী লাগবে না) টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনও শাখায় নগদে দিতে পারেন কিংবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানির ও জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ মাইশোর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ত্রাভাঙ্কুর নেট ব্যাঙ্কিং নেট ব্যাঙ্কিং বা ভিসা/মাস্টার কার্ড/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে দিতে পারেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে ৪০ কেবি'র মধ্যে স্ক্যান করে নিতে হবে। অনলাইনে দরকাস্ত করার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

পুরসভায় ২২ ক্লার্ক, হেল্পার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বারুইপুর পুরসভা ক্লার্ক, মজদুর, হেল্পার, দারোয়ান, স্টোরকিপার, পাইপ লাইন ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার, রেকর্ডার, ওয়ার্ক সরকার, অ্যাটেন্ড্যান্ট, দারোয়ান, মজদুর অ্যাসেসমেন্ট ইনচার্জ পদে ২২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

ক্লার্ক : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। কম্পিউটার টাইপিংয়ে দক্ষতা ও কম্পিউটারে কাজ চালানের মতো জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০ থেকে ২৫,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)।

মজদুর : ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫টি (তঃ জাঃ ১, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ১, জেনাঃ ই.সি ১, জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

দারোয়ান : ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)।

অ্যাটেন্ড্যান্ট : ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)।

ওয়ার্ক সরকার : ক্লাস নাইন পাশরা রাস্তা মাপের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)।

রেকর্ডার : ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। ইংরিজিতে কাজ চালানোর মতো জনঞান থাকতে হবে। মাধ্যমিক পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)।

স্টোরকিপার : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (জেনাঃ)।

পাইপ লাইন ইন্সপেক্টর : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। আইটিআই থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। সিভিল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। অ্যাকাউন্টিং ও কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)।

হেল্পার : ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ : ৭টি (তঃজাঃ ১, জেনাঃ ১, জেনাঃ ই.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১, জেনাঃ প্রাসঃকঃ ১, ও.বি.সি–এ ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ই.সি ১)। অ্যাসেসমেন্ট ইনচার্জ : মাধ্যমিক পাশরা সার্ভেয়র শিপের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা ও গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ১০–৫–২০১৮'র হিসাবে তপশিলিরা ৫ বছর ওবিসিরা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ক্লার্ক পদের বেলায় এরপর কম্পিউটার ও টাইপিং টেস্ট হবে। দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে, পুরো বায়োডাটা দিয়ে। দরখাস্তের বায়োডাটা নিজে হাতের লেখায় লিখবেন। এছাড়াও বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.baruipurmunicipality.org.in তখন সঙ্গে দেবেন (ক) এখনকার তোলা ও স্বপ্রত্যায়িত করা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো (খ) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল , (গ) ১০০ (তপশিলী, ওবিসি, প্রতিবন্ধী হলে ৫০) টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট। Chairman, Baruipur Municipality–র অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'Baruipur' দরখাস্ত ভরা খামের ওপর 'Application for the post of ....' পৌঁছনো চাই ১০ মে'র মধ্যে। এই ঠিকানায় : Office of the Councillors of Baruipur, Muncipality, Kulpi Road, Baruipur, Kolkata –144.

নিখরচায় ট্রেনিং

নিজস্ব সংবাদদাতা : টাটা স্ট্রাইভ ও রামকৃষ্ণ মঠ বাগবাজারের উদ্যোগে অটোমোবাইল শিল্পের উপযোগী দুটি কর্মমুখী কোর্সের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। ট্রেনিং দেওয়া হবে এই দুটি কোর্সে : (১) অটো সেলস কন্সালটেন্ট। ডিপ্লোমা বা, ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মেয়াদ : ৬ সপ্তাহ। সীট ১৫টি। (২) অটোমোবাইল টেকনিশয়া : মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মেয়াদ : ১৩ সপ্তাহ। সীট : ৩০ টি। দুটি ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ভরতির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায় : রামকৃষ্ণ মঠ বাগবাজার, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৩। ফোন : ৮৩৩৬৯১৬৪৯৬, ৯৮৩১২৩০৬৯৬৩।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ মে – ১১ মে, ২০১৮

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার স্নেহ ভালবাসায় লাভবান হবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

শব্দবার্তা ৭৭

১		■	■	২			৩
	■	৪			■	■	
	■		■	৫	৬	■	■
	■	৭		■	৮		৯
১০			■	১১		■	
■	■	১২	১৩	■		■	
১৪	■	■	১৫			■	
১৬				■	■	১৭	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যজ্ঞ ২। এর নির্বাচন আসন্ন ৪। বিষ, মণি ৫। জঙ্গল, অরণ্য ৭। 'মিথ্যা' নয় ৮। কখনো, কোনো এক সময়ে ১০। সমুদ্রগামী জাহাজের প্রধান মাল্লা ১১। মশক ১২। বাড়ি, কক্ষ ১৫। 'ওহে — মরি মরি' ১৬। দুর্গের চারপাশের খাত বা পরিখা ১৭। এক রাশি।

উপর–নীচ

১। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কুমারী নাম ২। উৎসব ৩। ছোট তক্তা ৪। সকলের কল্যাণার্থে গর্বিত সর্বসাধারণের সমিতি ৬। নকশা দিয়ে অলংকৃত ৯। পিতা–পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ ১৩। রান্না ১৪। অদৃষ্ট, ভাগ্য।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭৬

পাশাপাশি : ১। অসু ৩। ভূতপ্রেত ৬। খপোত ৯। পথের দাবি ১০। সুলতান ১১। নামজাদা ১২। কোয়ালিশন ১৪। কণিকা ১৬। লশকর ১৭। কান্না

উপর–নীচ : ২। সুখ ৪। তসর ৫। তহবিলদার ৭। তপন ৮। কুসুমকোমল ১১। নানক ১৩। লিরিক ১৫। কাকা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বাখরাহাটে বিজেপি কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ এপ্রিল অতিরিক্ত বর্ধিত দিনেও বিরোধীরা বিষ্ণুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে ১২টা থেকে বাখরাহাট ঠাকুরপুকুর রোড অবরোধ করে। বিজেপি ও সিপিএম কর্মীরা পৃথক পৃথক ভাবে রাস্তা অবরোধ করে। অবরোধের সময় বাওয়ালির দিক থেকে কলকাতাগামী একটি চাইল্ড কমিশনের গাড়ি আটকে পড়ে। গাড়িতে দুজন মহিলা ও একজন পুরুষ অফিসার ছিলেন। তারা গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা গাড়ি ছাড়তে রাজি না হওয়ায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়। ওই দিনই ওই সরকারি অফিসাররা বিজেপি কর্মীদের নামে মামলা দায়ের করেন– নারী নিগ্রহ, অ্যাটেম টু মার্ডার, সরকারি গাড়ি ভাঙচুর প্রভৃতি জামিন অযোগ্য ধারায় কেস করা হয় ৩২ জনের বিরুদ্ধে। পরদিন রাতে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করে বরুণ ঘোষাল সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। বিচারক বাখরাহাট স্কুল মোড়ের সিসিটিভি ফুটেজে দেখেন যে গাড়ি ভাঙচুরের বা নারী নিগ্রহের কোনও ছবিই নেই। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো। তাই সকলকেই জামিন দিয়ে দেয় মামলা থেকে। উল্লেখ থাকে যে 'বাখরাহাটে শিশু কমিশনের গাড়ি আক্রান্ত' এই খবর সারাদিন ধরে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়।

বজ্রাঘাতে মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম কালাম মোল্লা(৩৫)। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জের আমতলি এলাকায়। বজ্রাঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন। আহত কিশোরের নাম আলমগীর মোল্লা। বুধবার বিকেলে আচমকা কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্র বিদ্যু সহ বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সময় কালাম মোল্লা বাড়ির সামনের উঠানে খড়ের গাদায় কাজ করছিল। সেই সময় আচমকা বাজ পড়ে। স্থানীয় যুবক আসমত মোল্লার সহযোগিতায় গুরুতর জখম অবস্থায় কালাম ও আলমগীর কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা কালামকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে আলমগীর নামে ওই কিশোরের চিকিৎসা চলছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।মৃত্যুর খবর শুনে আমতলি গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গোসাবার লাহিড়িপুরে বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষ, আহত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দুই পক্ষের সংঘর্ষে মঙ্গলবার রাত থেকে এখনো পর্যন্ত উভয় পক্ষের সাতজন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের বেশ তিনজনকে আটক করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে লাহিীপুরের সাধুপুরে পঞ্চায়েত ভোটে নিজেদের প্রার্থীদের সমর্থনে এলাকায় পথসভা করছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সেই সময় আচমকা সেই সভার উপর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা লাঠি রড নিয়ে হামলা চালালে পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলা করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঘটনায় ৪ তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হন। আহতদের মধ্যে তিনজন স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন হলেও একজনকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনার পর বুধবার সকালে এলাকার বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা করে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ পাঁচ থেকে ছয়টি বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। অ্যানপুর মিলন বাজারের কাছে এক মহিলা বিজেপি কর্মীকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি নেতৃত্ব একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

দিলদার খুনে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩শে এপ্রিল মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় কড়িধ্যায় তৃণমূল বিজেপির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বোমা পড়ে মুড়ি মুড়কির মতো চলে গুলিও। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় শেখ দিলদার নামে এক যুবক। বাড়ি কানাইপুরের ভাটিপাড়া গ্রামে। দিলদারের বাবা তহিদ খানের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পাচঁজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ২৪শে এপ্রিল রাতে শেখ সফিউল,গৌতম কোড়া,শেখ বাবলু ওরফে আপেল শেখ, গোবিন্দপুর গ্রামের অসিত সরকার নামে চার বিজেপি কর্মী সমর্থককে গ্রেপ্তার করে সিউড়ি থানার পুলিশ। ২৫শে এপ্রিল ধৃতদের সিউড়ি আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। পরে হুসনাবাদ গ্রামের প্রনব মালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২৭শে এপ্রিল ধৃতকে সিউড়ি আদালতে তোলা হলে পাচঁদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

দুষ্কৃতী হামলায় জখম ২

কুলতলির গোদাবর কুন্দখালি এলাকায় একটি মাছের ভেরিতে বসে কাজের কথা বলছিল ঠিকাদার স্বয়ংবর সরদার ও ঠিকাকর্মী তাপস সরদার। অভিযোগ , –সেই সময় মটর বাইকে চেপে দুই যুবক সেখানে আসে এবং দুজনকে লক্ষ্য করে প্রথমে বোমা ছোড়ে এবং পরে গুলি করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় জখম দুজনকে স্থানীয় জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়। স্বয়ংবর কে প্রাথমিক চিকিসার পর ছেড়ে দিলে ও তাপসের জখমের মাত্রা বেশি থাকায় তাকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। স্বয়ংবরের দাবি, বোমার আঘাতে তার মাথা ও শরীরের বেশ কিছু জায়গায় ঝলসে গিয়েছে , অপরদিকে তাপস জানায় গুলির ছিটে লেগে সে গুরুতর জখম হয়েছে। তবে এসব কথা মানতে নারাজ কুলতলী থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বোমা বাঁধতে গিয়েই বিস্ফোরণে জখম হয়েছে ওই দুই ব্যক্তি। কুলতলি থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

বিরোধীশূন্য বীরভূম জেলা পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরোধীশূন্য হয়ে পড়লো বীরভূম জেলা পরিষদ। ৪২–০ ব্যবধানে জেলা পরিষদ দখল করলো রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ৪২টি আসনের মধ্যে রাজনগর আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলো বিজেপির চিত্রলেখা রায়। পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার অতিরিক্ত দিনে বেশ কিছু আসনে বেশ কিছু প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছিলো। বিরোধীদের নাম করে তৃণমূলই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলো বলে অভিযোগ বিরোধী শিবিরের। ২৬ এবং ২৭শে এপ্রিল প্রার্থীরা প্রত্যেকেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ৪২–০ ব্যবধানে বীরভূম জেলা পরিষদ জিতে নজির সৃষ্টি করলো রাজ্যের শাসকদল। আগামী ১৪ই মে ময়ূরেশ্বর–১, রাজনগর,মহম্মদবাজার পঞ্চায়েতসমিতি আসনগুলিতে নির্বাচন হবে। বিরোধী প্রাথী না থাকায় বীরভূম জেলা পরিষদ,১৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েত,১৬টি পঞ্চায়েত সমিতি বিনা প্রতিদ্বদ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল।

ভাগাড়কাণ্ডে সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: রাজ্য জুড়ে যখন ভাগারের মাংস বিভিন্ন হোটেল ও রেস্টুরেন্টে পাচারের ঘটনায় চারিদিকে শোরগোল পড়ে গিয়েছে, ঠিক তখন ভাগাড় থেকে মাংস পাচারের অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সোনারপুর থানার অন্তর্গত হরিনাভি এলাকায় পুরসভার ময়লাপোঁতা ও ভাগাড় থেকে মৃত পশুদের মাংস পাচার করা হয়। স্থানীয়দের এই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও পুরসভার তরফ থেকে এই অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস। স্থানীয়দের অভিযোগ এই ময়লাপোঁতায় ফেলে যাওয়া মৃত পশুদের মাংস রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে যায় একদল অসাধু ব্যবসায়ী। অভিযোগের সত্যতা প্রকাশ হল। বজবজ থেকে বজবজ থানার পুলিশ গড়িয়া তেঁতুলবেড়িয়ার বিশ্বনাথ ঘড়ুইকে মাংস পাচারের মাস্টারমাইন্ড হিসাবে গ্রেফতার করল। এখনও চলছে তদন্ত।

খেয়া পারাপারে প্রশাসন উদাসীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জেলা পরিষদ হুগলি নদীতে ফেরিঘাট ইজারা দিয়ে সরকারি আয় বৃদ্ধি করে। যে কয়েক লক্ষ টাকা জনগণের কাছ থেকে আদায় হয়, তাও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা না করে উদাসীন থাকে। উলুবেড়িয়া পুলিশ প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে ৭ দফা নিয়মাবলী রাখা হয়েছে তাও উপেক্ষিত। খেয়া ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, যাত্রীদের নৌকায় ওঠা–নামার ক্ষেত্রে সহযোগিতা কর্মীদের অভাব, বাগ–বিতণ্ডা লেগেই থাকে। মোটরবাইক পারাপারের চাপাচাপিতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বিঘ্নিত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় যাত্রীরা উদ্বেলিত।

কাঁটাখালি–রায়পুর এবং হীরাগঞ্জ, বিড়লাপুর (তিন ফটক) দুইটি খেয়াতে অনুরূপ অবস্থা। ঝড়, বৃষ্টি রোদে যাত্রীদের প্রতীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ। এমত অবস্থায় যাত্রীরা নদীর পাড়ে কোথায় পাবে আশ্রয় সেটাই প্রধান চিন্তার বিষয়।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ধান, আমের ফলনে ক্ষতির আশংকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রীষ্মের মরশুম শুরু হতেই ঝোড়ো ইনিংস খেলায় মেতে উঠেছে কালবৈশাখী। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এবার ময়দানে নেমে আর ২–১ রানে সন্তুষ্ট থাকতে চাইছে না সে। সটান বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারি হাঁকাতেই যেন এবারে একের পর ইনিংসে নামা কালবৈশাখীর। এদিকে তার এহেন বিধ্বংসী ঝোড়ো মেজাজে দিশেহারা গ্রামবাংলার অসংখ্য চাষি। গ্রামের মাঠে মাঠে এখনও পাকাধান রয়েছে। গাছে গাছে আম, লিচু প্রভৃতি ফল পুষ্ট হওয়ার মুখে। আর এসময়ই কিনা পর পর কালবৈশাখীর তাণ্ডবলীলা চলছে। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা মানামানি নেই। যেকোনও সময় বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চারের সঙ্গে তুমুল ঝড়–বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত আমজনতা। এই দুর্যোগের জন্য বিঘার পর বিঘা জমির পাকা ধান মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় বিভিন্ন সবজি খেতেও

কালবৈশাখীর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। এরপরই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে আম, লিচু প্রভৃতি ফলের। প্রবল ঝড়–বৃষ্টির কারণে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা আম, লিচু পরিণত হওয়ার আগেই ঝরে পড়েছে। যেকারণে হাটবাজারে এখন কাঁচা আমের বেশ রমরমা। পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকার চাষিদের আশংকা, এভাবে যদি পরপর কালবৈশাখীর তাণ্ডব চলতে থাকে তাহলে এবার ধানের ফলন যেমন মার খাবে পাশাপাশি আম, লিচু প্রভৃতি ফলের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষতি হবে। ৩০ এপ্রিল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় ঝড়–বৃষ্টির তাণ্ডব চলেছিল। এরফলে এক ঝটকায় তাপমাত্রা অনেকখানি নেমে যায় এবং পরপর দু'দিন দাবদাহের লেশমাত্র ছিল না এই জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায়।

পঞ্চায়েতে লড়াই দুই জায়ের

মলয় সুর, হুগলি : সিঙ্গুর বাগডাঙা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির ৮৮ নম্বর বুথের হয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন একই পরিবারের দুই জা । সিঙ্গুর ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিনটি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের আসনটি মহিলা তপশিলী জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত সংরক্ষিত হওয়ার জন্য একই পরিবারের দুই জা–এর লড়াইয়ে জমে উঠেছে ছিনামোড় গ্রাম। সিঙ্গুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরত্বে ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে একসময় সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি হলেও গত ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখান থেকে জয়ী হন তৃণমূলের মণীন্দ্র নাথ নিয়োগী। এবারে মনীন্দ্রনাথ বাবু শাসকদলের প্রতীক না পাওয়ায় নির্দল গোঁজ প্রার্থী হিসাবে লড়াইতে রয়ে গেলেন। রায় বাড়ির গৃহকর্তা নবকুমার রায় তিনি গোঁড়া বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। তাঁর ছেলে তাপস রায়ের স্ত্রী বাড়ির ন' জা শম্পা রায় (মানা) ৮৮ নম্বর বুথে এবারই প্রথম সিপিএমের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন। বাম ঘরানার

সিপিএম প্রার্থী শম্পা রায়

গৃহবধূকে দল প্রার্থী করেছে। আর অন্যদিকে পলাশ রায়ের স্ত্রী সেজ জা শম্পা রায় (চৈতালী) বিজেপি'র

ছিনামোড়ে

হয়ে ভোট ময়দানে দাঁড়িয়েছেন। এই অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে একটা কথা শোনা যাচ্ছে। একই বাড়ির দুই জ্যাঠতুতো খুড়তুতো গৃহবধূর লড়াইয়ে ভোটটা কাকে দেব। যদিও বাড়ি আলাদা। এখানে তৃণমূলের রিঙ্কু রুইদাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মূল লড়াই

বিজেপি প্রার্থী শম্পা রায় (পার্বতী)

সিপিএম ও বিজেপির মধ্যে। আর এই দুই জা–এর লড়াই উপভোগ করছেন ছিনামোড় পশ্চিমপাড়ার এলাকাবাসী। দু'জনেই সংসার সামলে সকাল থেকে নেমে পড়ছেন প্রচারে। সিপিএমের প্রার্থী শম্পা দেবী সকাল–সন্ধ্যা দলীয় কর্মীদের নিয়ে মিছিল মিটিংয়ে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূলের অসমাপ্ত কাজ রাস্তা ঘাট, পানীয় জলের সংকট, বিদ্যুৎ সমস্যা তুলে মানুষের কাছে ভোট চাইছেন। শম্পা দেবী জানালেন , আমাদের পরিবার দীর্ঘদিন বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বিশেষ করে শ্বশুর নবকুমার রায় সিপিএমের দীর্ঘদিন লড়াই আন্দোলনে প্রথম সারিতে থাকেন। তবে পুরো পরিবার একেবারে বাম ঘরানার সদস্য হিসেবে এলাকায় পরিচিত। উল্টোদিকে বিজেপি'র প্রতীকে প্রার্থী হয়েছেন বাড়ির জা শম্পা দেবী (চৈতালী) বলেন, শাসক দলের বিরুদ্ধে মানুষের একরাশ ক্ষোভ রয়েছে, গতবার এই আসনটিতে তৃণমূলকে জিতিয়ে মানুষ যা ভুল করেছিল এবার তা করবে না। তিনি জয়ী হলে এখানে একটি সেন্টার হবে। সেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আসবেন। সেটি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকবে। ভবিষ্যতে আরও চমক থাকবে। এই রকম পরিস্থিতিতে রায় বাড়ির ভেতরে ভোট নিয়ে তরজা বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ে কোনওটাই চোখে পড়বে না রায় বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করলে। তবে পরিবারের দুই জা দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হওয়ার দরুণ দুজনের প্রাণভরে গল্প আপাতত বন্ধ। বউদের চুটিয়ে ঘরোয়া আড্ডার প্রভাব পড়েছে সংসারে।

জয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কার্যত বিরোধী শূন্য ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার নোই গ্রাম পঞ্চায়েত ২১ আসনের মধ্যে ১৬ টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে নি বিরোধীরা। অন্যদিকে ২ টি পঞ্চায়েত সমিতির আসন ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কারণে মঙ্গলবার বিকালে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি বাজারে এই সমস্ত জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান খতিব সরদার সহ সমস্ত জয়ী প্রার্থীরা। এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকায় ছিল ব্যাপক উন্মাদনা।

নির্দলকে হারাতে প্রচারে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচনের নির্ঘন্ট বাজতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ে প্রচার শুরু তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যান্য নির্দল প্রার্থীরা প্রকাশ্যে প্রচারে ঝাঁপাতে না পারলেও সাধারণ ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করেছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ১৮। ২০১৩– র পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৯,সিপিএম ৫,এসইউসিআই ৪ টি আসন পেয়েছিল। সিপিএমের সমর্থন নিয়ে বোর্ড গঠন হয়েছিল।প্রধান হয়ে ছিলেন রেবা মিত্র। পরবর্তী সময়ে দলীয় কোন্দলের জন্য এক বছরে মধ্যে বোর্ড ভেঙে গিয়ে প্রধান নির্বাচিত পাপিয়া মন্ডল। এরপর আরো প্রকাশ্যে শুরু হয় দলীয় কোন্দল।

বর্তমান পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীকে হারাতে তৃণমূলই প্রধান প্রতিপক্ষ। জানা গেছে, বিক্ষুব্ধ দলীয় কর্মী সমর্থকরা নির্দল হিসাবে প্রাথী দেওয়ায় বিরোধীরা আশার আলো দেখতে শুরু করেছে। যদিও গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল সভাপতি বলাই মহান্তী বলেন, দলীয় নির্দেশ মেনেই প্রার্থী পদ তৈরি হয়েছে। কারা বিক্ষুব্ধ তা জানা নেই। সেদিক থেকে আমরা এই গ্রামপঞ্চায়েতে আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবো।

এই গ্রামপঞ্চায়েতের লড়াই যে তীব্রতর হবে সেদিক দিয়ে কোনও দল না মানলেও তৃণমূলকে হারাতে উঠে পড়ে লেগেছে নির্দল নামক বিক্ষুব্ধ তৃণমূল। এখন দেখার বিষয় জনসাধারণ কাকে নির্বাচিত করেন।

তৃণমূল প্রার্থীকে অপহরণ, মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় তৃণমূল প্রার্থীকে অপহরণ ও মারধরের অভিযোগ উঠলো নির্দল প্রার্থীর বিরুদ্ধে। বুধবার নির্বাচন কমিশনে অভিযোগে জানান গোসাবা থানার শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিত দাস এবং মানিক দাস। বিপরীত ঘটনা ঘটলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবায়।উল্লেখ্য গোসাবা থানার শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিত দাস এবং মানিক দাসকে আরএসপি ও আদি তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এই মর্মে অভিযোগ জানালেন তাঁরা। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও এনেছেন।গত ২৮ এপ্রিল শনিবার গোসাবার বেলতলি বাজার এলাকা থেকে মানিক দাস এবং বিশ্বজি দাস কে তুলে নিয়ে যায় নির্দল প্রার্থী বরুণ প্রামাণিক(চিত্ত) ও পরিতোষ হালদারের দলবল।তাদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে আটকে রাখা হয় বরুণের বাড়িতে। সেখানে তাঁদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন বিধানসভা ভোটের একদা আরএসপির গুন্ডা এবং বর্তমান বিজেপি সমর্থিত চিত্ত প্রামানিক ও গরুপাচারকারীদের সাথে যুক্ত পরিতোষ হালদারের গুন্ডা বাহিনী বেলতলি বাজার থেকে সশস্ত্র অবস্থায় ওদের দুজনকে অপহরণ করে বরুণ প্রামাণিকের বাড়ি নিয়ে গিয়ে চার দিন ধরে আটকে রাখে ও অকথ্য অত্যাচার চালায় । এমন কি পিপাসা মেটানোর জন্য জল চাইলে প্রসাব করে দেওয়ার কথা বলা হয়।ওদের কে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে স্বেচ্ছায় এসেছে বলে মুচলেখাও লিখিয়ে নেয়।

কালপ্রিট গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: খাবার দেবার লোভ দেখিয়ে সাড়ে তিন বছরের শিশু কন্যা কে যৌন হেনস্থার অভিযোগ প্রতিবেশী কাকার বিরুদ্ধে। চেঁচামেচি করলে গলা টিপে, বিড়ির ছেঁকা দেওয়ার অভিযোগ। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। সোনারপুরে সুভাষগ্রামের ঘটনা।

প্রতিবেশী কাকা নেপাল ভট্টাচার্য রবিবার লজেন্স দেবার লোভ দেখিয়ে শিশুটির যৌনাঙ্গে হাত দেয়, আঘাত পেয়ে চিৎকার করলে তাকে গলা টিপে ধরে এবং বিড়ির ছেঁকা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সোমবার শিশুর কাছ থেকে পুরো ঘটনা জানতে পারে। সোনারপুর থানায় অভিযোগ জানায় ।গত কাল রাতে অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

নীল আকাশের নীচেই আকাশ নীলের মুখে ভাত

পার্থ ঘোষ, বারাসত : ওদের একজনের বয়স সাত, অন্যজনের ছয়। ফুটফুটে দুটি শিশুর অভাবনীয় মুখেভাতের অনুষ্ঠান হয়ে গেল শনিবার। অভাবনীয় এই কারণে অনুষ্ঠানটি হল খোলা নীলাভ আকাশের নীচে, বারাসত ১ নম্বর রেল স্টেশন চত্বরে। একজন

আকাশ, অন্যজন নীল। প্ল্যাটফর্মেই ওদের জন্ম। বাবা মারাত্মক রকমের নেশাগ্রস্ত। আকাশের জন্মের পর থেকেই আকাশের মা কাজল মণ্ডলের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করছিল ওর বাবা। শেষে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে নিয়ে একাই থাকছিলেন কাজল। আর নীলের মা, ববি ভট্টাচার্য ও একইরকম ভাবে স্বামী পরিত্যক্তা। তাদের এই স্বামীসঙ্গ বিহীন সামাজিক অবস্থানে পাশে পেয়েছেন প্ল্যাটফর্ম আশ্রিত গুগি, বেবী, সরস্বতীদের, যারা একদিন ববি কাজলদের পাশে সারাক্ষণ ছিলেন মুখেভাতের আয়োজন নিয়ে। এই আয়োজন এর মধ্যে ছিল পাঁচরকম ভাজা, মিষ্টি ও পায়েস। পাঁজি দেখে শুভক্ষণে মুখে ভাদের অনুষ্ঠান হল স্থানীয় স্টেশনের দোকানদার প্রতিবেশী ও সহবাসী নাগরিকদের সহমননে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আশীর্বাদে মুখে পায়েস উঠল ছোট্ট আকাশ নীলের। নতুন পোশাকে সজ্জিত এই আয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ অরুণ গন, ডাঃ গৌতম সাহা, ডাঃ স্বপন রায়দের মতো প্রথম সারির চিকিৎসকরা। এই আয়োজন প্রসঙ্গে কাজল বা ববিরা যাকে পাশে পেলেন সেই সুমিত্রা দিদির আন্তরিকতার উল্লেখ করতেও ভুললেন না। বললেন সুমিত্রা দিদিকে তাঁরা সবসময়ই পাশে পান। এর পর আদর আপ্যায়নে পাত পেড়ে চলল খাওয়া দাওয়া। অফিস ফেরৎ মানুষজন যাতায়াতের পথে ভিড়ও জমালেন সেই অস্থায়ী আপ্যায়ন স্থলে। আমোদ আহ্লাদে কখন যে বেলা গড়িয়ে বিকেল হল টেরই পাওয়া গেল না। ততক্ষণে আলাশ নীলও ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু ওদের অ্যালবামহীন ক্যামেরাবন্দী মুহূর্ত গুলি যে স্টেশন লন হতে কতদূর পৌঁছয় তা হয়তো ট্রেনের হুইশলই বলতে পারবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ

খতিব সরদার

প্রধান ইটখোলা পঞ্চায়েত

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ৫ মে – ১১ মে, ২০১৮

নয়া সমীকরণের নাম মুকুল বনাম কুণাল

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের ৭২–৭৭ এর চরম অধ্যায়ের অবসানের পর বাংলার আকাশে উদিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। মানুষ আশা করেছিল এবার বোধহয় আর্ত–গরিব মানুষের সুদিন এসে গেল। কিন্তু কোথায় কী? প্রথম ৫–৭ বছরের কর্মকাণ্ড বাদ দিলে পুরো ৩৪ বছর 'ঠনঠন গোপাল' হয়ে থাকতে হয় রাজ্যের উন্নয়নকে। পশ্চিমবঙ্গে গরিবদরদী পার্টির ছদ্মবেশে ক্ষমতাসীন হয়ে বামেরা কি অত্যাচারটাই না করেছে তা আজও ভুলতে পারেনি বঙ্গবাসী। সেদিক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে পালাবদল ঘটেছে তাও এক বিপ্লব বটে। যা মেকি কম্যুনিস্টদের উৎখাত করেছে বাংলার মৌরসিপাট্টা থেকে। এখন আবার সেই পরিবর্তনের পরিবর্তন ঘটাতে রাজনীতির বাজারে জোরদারভাবে হাজির হয়েছেন তৃণমূলের ঘরশত্রু বিভীষণ উপাধি প্রাপ্ত মুকুল রায়। যদিও হাঁকডাক অনেক শোনালেও এখনও পর্যন্ত মুকুলের ভাঁড়ার শূন্য বলাই চলে। এমনকি মুকুল–দিলীপদের লম্ফঝম্পে যে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না সেটা বেশ বুঝেছেন পদ্মের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আর তাই দিল্লি থেকে নাকি পঞ্চায়েত ভোটকে একটা ডেটলাইন হিসাবে দেখা হচ্ছে। যার সারমর্ম হল হয় ফলাফল দাও, নয় কাটো। এর মধ্যে আবার বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে কালবৈশাখীর উদ্দামতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন কুণাল ও ঋতব্রত। পদের বিচারে একজন প্রাক্তন সাংসদ, অপরজন এখনও তার ইনিংস জারি রেখেছেন (তবে সিপিএম থেকে বহিষ্কারের পর তাঁর স্ট্যাটাস এখন নির্দল সাংসদ)। সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব অমিতাভ মজুমদার ও শিক্ষাবিদ কামাল হোসেন এদের সঙ্গে থাকলেও মূল স্টিয়ারিং যে কুণাল–ঋতব্রতর হাতে তা একেবারে পরিস্কার। এদের দুজনের বক্তব্যের নির্যাস হল বিজেপি হঠাও–তৃণমূল লাও। আর তৃণমূলকে শুধু পঞ্চায়েতে জয়ী করা নয়, আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে বড় জয় দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। দিল্লিতে তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন ও প্রথম বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লির গদিতে দেখার ইচ্ছাও প্রবল কুণাল–ঋতব্রত জুড়ির। একইসঙ্গে মুকুল রায়কে নকআউট করাও কুণাল ঘোষের এজেন্ডার মধ্যে রয়েছে তাও বেশ পরিস্কার। একদা মুকুল রায় প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদী তৃণমূল কংগ্রেসের এখনকার হোতা অমিতাভ মজুমদার আবার তাঁর প্রাক্তন নেতার কূটকৌশলকে চায়না প্রোডাক্ট বলে ব্যঙ্গও করেছেন। ঋতব্রত যেমন খুব স্বাভাবিকভাবে তার প্রাক্তন দল সিপিএমের হাঁড়ির খবর তুলে ধরতে চেয়েছেন। পাশাপাশি মমতা বন্দনাও অব্যাহত রয়েছে। আগামী লোকসভা ভোটে সিপিএম শূন্যে নেমে যাবে বলেও স্বগতোক্তি করেছেন ঋতব্রত। পাশাপাশি বিজেপি ও তৃণমূলকে এক বন্ধনীতে ফেলার জন্য একহাত নিয়েছেন সিপিএম নেতৃত্বকে। যেভাবে সিপিএমের মেম্বারশিপ বিশালভাবে কমছে তাতে আগামী দিনে এই এই দলের অস্তিত্ব নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

এ রাজ্যে ক্ষয়িষ্ণু বাম–কংয়ের অবস্থান প্রায় একরকম। নিজেদের নাক কেটে দরকার হলে বিজেপি শাসিত রাজ্যের আচ্ছাদনে থেকে তাঁরা মমতা–বিদায় দেখতে চান। বস্তুত এইজন্যই দীর্ঘদিনের বৈরিতা দূরে সরিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে কাছাকাছি চলে এসেছিল কং–বাম। যদিও তার পরিণতি যে কি মারাত্মক হয়েছে তা না বললেও চলে। বিশেষ করে ৩৪ বছরের শাসক বামেদের যে মাজা একেবারে ভেঙে গিয়েছে তা বিভিন্ন ঘটনায় পরিস্কার।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

তাহা না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবে সহিত জড়িত কেন? কতকগুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত। তোমাদের অনেকের ধারণা খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শেই ক্রুশ চিহ্ন প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টধর্মের বহু পূর্ব হইতে মুশা জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার হইবার পূর্ব হইতে এমন কি মানুষের কার্যকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতে এমন কি মানুষের কার্যকলাপের কোনওপ্রকার মানবীয় ইতিহাস রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান

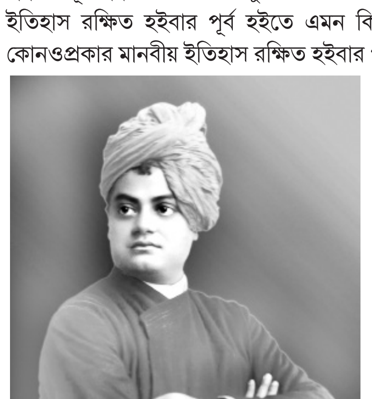

ছিল। আজটেক ও ফিনিসীয় জাতির মধ্যেও ক্রুশ প্রতীক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। খুব সম্ভব সকল জাতিই এই ক্রুশ চিহ্ন ব্যবহার করিত।

আবার ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ একটি মানুষের প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র জগতের মধ্যে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন প্রতীক স্বস্তিক রহিয়াছে।

একসময়ে লোকে ভাবিত, বৌদ্ধগণ সমগ্র জগতে উহা ছড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাবিলন ও মিশরে উহা দেখা যাইত। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? এই প্রতীকগুলি শুধু রীতিগত বা কল্পনাপ্রসূত নয়। নিশ্চয়ই উহাদের কোন যুক্তি আছে, মনুষ্য মনের সহিত উহাদের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও একটা কৃত্রিম বস্তু নয়। কয়েকজন লোক একত্র হইয়া কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিবে এইরূপ সম্মত হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে ইহা সত্য নয়।

ফেসবুক বার্তা

দুই কিংবদন্তী পরিচালক সত্যজিৎ রায় অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে দেখাচ্ছেন কিভাবে হুঁকো খেতে হয়।

রবিঠাকুর ও তার একান্ত সচিব

সরস্বতী মিত্র (রায়চৌধুরি)

পথে চলে যেতে যেতে মানুষ এই পৃথিবীতে পারস্পরিক সম্পর্কের হাত ধরে পৃথিবীতে আসেন– আবার পথের চিহ্ন ঘুঁচিয়ে, সব বন্ধন ছিন্ন করে, সকলের মায়া কাটিয়ে অন্তর্ধান করেন অমৃতলোকে। রেখে যান স্মৃতির ঐশ্বর্যপূর্ণ সম্ভার। স্মৃতিটুকুই প্রিয়জনদের অমূল্য সম্পদ।

অনেক স্মৃতি মনে পড়ে আবার বয়সের ভারে হারিয়েও যায়। তবুও তাঁর অফুরন্ত স্মৃতি দিয়ে গাঁথা মালা থেকে ঝরে পড়া কয়েকটা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে আমার এই স্মৃতিচারণ। তাঁর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। ছিল বহুমুখী প্রতিভা, যে প্রতিভার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আলোময় করে তুলেছিল তাঁকে।

ছোটো বেলায় সব শিশুই রূপকথার গল্প শুনতে ভালবাসে। আমরাও বাসতাম। আবার কোনও কোনও রূপকথা বাস্তবে পরিণত হয়ে ফুটে উঠত, সে আনন্দ আবার অন্যরকম। যে অপরিমেয় আনন্দ এতকাল আমি অন্তরের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রেখেছিলাম আমার যাত্রাপথ মসৃণ করতে

লেখার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে দেখে বাবাকে বলতেন পালাস না যেন অনেক কিছু বাকি।

সেগুলো উন্মোচন করলাম।

আবার স্মৃতির কথায় আসি। একসময় স্বয়ং কবিগুরু থাকতেন দেহলীতে। তার পাশেই নতুন গৃহগুলিতে থাকতেন সপরিবারে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। সঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের বাবা ঁকালীমোহন ও তাঁর সহধর্মিণী মনোরমা ঘোষ। বাবার সংসারজীবনে প্রবেশ করার জন্য উপরের উপক্রমণিকার একটু দরকার ছিল। আশ্রমকন্যা অমিতা সেন, আমাদের প্রিয় অমিতাদি একদিন আমাকে বলেছিলেন, তোদের বাবা– ওঁদের প্রিয় সুধাদা যখন বৌদিকে নিয়ে বোলপুর স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি চড়ে শান্তিনিকেতনে এলেন– প্রথম উঠলেন নতুন বাড়িতে। অমিতার মা কিরণবালা সেন যিনি ঠানদি নামে খ্যাত– নববধূকে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন। মনোরমা জেঠিমা ঘোমটা সরিয়ে রূপোর সিঁদুর–কৌটো থেকে সিঁদুর সিঁথিতে পরিয়ে মুখটি তুলে বলেছিলেন ঠিক যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। 'দেহলী' থেকে গুরুদেবও আশীর্বাদ করেছিলেন। শুরু হল বাবার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। আমাদের বড় দাদা যাঁর নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব সৌম্যকান্ত এবং দাদার অন্নপ্রাশনের অন্ন মুখে তুলে দিয়েছিলেন। বাবা দাদাকে নিয়ে শালবীথিতে সকাল, বিকেল হাঁটতেন। বাবার গায়ের রং ছিল শ্যামলা ও দাদা ছিলেন ফর্সা। কবির ভাষায় গোবরে পদ্মফুল। এখনো দেহলীর পাশ দিয়ে হাঁটলে যেন বাবা–মায়ের স্পর্শ পাই। বাবার কর্মস্থলগুলি ছিল বিচিত্র। কখনো জেনারেল কিচেনের ম্যানেজার, কখনও অতিথি নিবাসের দায়িত্ব আবার কখনও প্রেসের তদারকি। সবক্ষেত্রেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। সেই সময় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নাতনির বিয়ের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ওইখানেই। দায়িত্বশীল মানুষটি সকালে কিচেনে গিয়ে পাচকদের সব বুঝিয়ে নিজের কাঁধেই সব দায়িত্ব তলে নিলেন। ভোরবেলায় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সেন মহাশয় নিজে আমাদের বাড়ি এসে বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, তোমার পরিচালনার খাদ্য খেয়ে বরযাত্রী ও অন্যান্য অতিথিরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

বাবা যখন অতিথি নিবাসে যুক্ত থাকতেন, তখন স্বদেশ বা বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের শান্তিনিকেতনের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখিয়ে বিশদ ভাবে তাৎপর্য বুঝিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁরাও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরে খুশি হতেন। নির্ভীক মানুষের অভিধানে অলসতা, বিলাসিতা কথাগুলি কেউ খুঁজে কখনও পায়নি। একবার গভীর রাত্রে নীচু বাংলার কোনো বাড়িতে ডাকাত পড়লে চিৎকার শুনে নির্ভীক মানুষটি নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ছুটে গিয়ে থান ইঁট ছুড়ে তাদের পালাবার পথ দেখান। সাহসিকতার পুরস্কার হিসেবে গুরুদেব 'সাবাস' বলে বাবার পিঠ চাপড়ে ছিলেন।

বিলাসিতার কথা বলতে গেলে একটা ছোট্ট উদাহরণের কথা মনে পড়ে। একসময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতনে এসে উঠেছিলেন উত্তরায়ণে। বিকালে একটি আলোচনা সভার আয়োজন ছিল। বাবা সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। সময়মতো ঘরে কাচা ধুতি ও ইস্ত্রি বিহীন শার্ট পরে উত্তরায়ণে যাবার পথে কিছু ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, 'আপনি এই পোশাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন।' সহাস্য উত্তর এল সুধাকান্তর– আলোচনা সভায় যাচ্ছি, পোশাক দেখাতে নয়। শুনেছিলাম বাবা যাওয়া মাত্র নেহেরুজী তাঁকে উষ্ণ

'বোলপুর ফেরার ট্রেন কখন।' বিস্ময়ে অনিলদা বললেন, 'ফেরার কথা কেন বলছেন? আপনার শরীর খারাপ লাগছে?' উত্তর : 'সুধা না থাকায় ফাঁকা লাগছে। ওই তো জমিয়ে রাখে।'

আলিঙ্গন করেন। পাশে দাঁড় করিয়ে ছবিও তুলেছিলেন। সব কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও নিজের বাড়িটাকে একটুও অবহেলা করেননি। সহস্র কাজের মধ্যেও সাহিত্য প্রেমিক মানুষটি সাহিত্যচর্চাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন। মনে পড়ে আমাদের সেবাপল্লীর বাড়ির উঠোনে। খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল দিয়ে শান্তিনিকেতনের ধাঁচে একটি ঘর তৈরি করেছিলেন। মেঝেতে পাতা থাকত একটি শতরঞ্জি। ঘরের কোণায় পানীয় জলের কুঁজো ও ঢাকা দেওয়া কাঁসার গ্লাস। ঘরটি ছোট হলেও তার ঐতিহ্য ছিল সুদূর প্রসারিত। বছরের কোনও না কোনও সময় লাভপুরবাসী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (যিনি বনফুল নামে খ্যাত), প্রেমেন্দ্র মিত্র, একাধারে বিচারক ও সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়, সকলের পদধূলি পড়েছে ঘরটিতে। সস্ত্রীক নরেন দেব, বুদ্ধদেব বসু, মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে পত্রালাপ করতেন বাবা। এইসব প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে সমান আসনে বসে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার কৃতিত্ব নিজেই অর্জন করেছিলেন। তিনিও মাঝে মাঝে দেশ, বসুমতী অথবা শনিবারের চিঠিতে লেখা পাঠাতেন।

বাবার সর্বশেষ কর্মক্ষেত্রটি তাঁর একান্ত ভালবাসার রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। বাবার দিনপঞ্জী একটু বদলাতে হলো। না হলে গুরুদেব সচিবকে সব সময় পাবেন কি করে। বাবার দিন শুরু হতো গুরুদেবের সঙ্গে প্রাতঃরাশ দিয়ে। কবির আদরের নাম

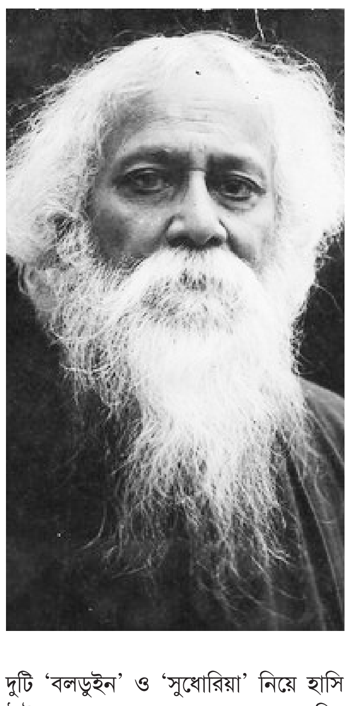

দুটি 'বলডুইন' ও 'সুধোরিয়া' নিয়ে হাসি ঠাট্টা, তারপর কাজ শুরু। কোথায় কবির অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, চশমাটা ঠিকমতো পরা হয়েছে কিনা, পূর্বের জানলা দিয়ে মিষ্টি সোনালী রোদ্দুর বিছানায় পড়েছে কিনা, সবই একান্ত সচিবের মুখস্থ। লেখার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে দেখে বাবাকে বলতেন পালাস না যেন অনেক কিছু বাকি। মৃদু হেসে উত্তর 'পালাব কোথায়। এছাড়া আপনার কখন কি দরকার কে জানে।' একবার পায়ে কড়া পড়ায় গুরুদেব কষ্ট পাচ্ছিলেন। বাবাকে বললেন, 'সুধা কি করি বলতো।' বাবার উত্তর, 'যদি একটু কষ্ট সহ্য করতে পারতেন দু'মিনিটেই ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে পারি।' সহাস্যে প্রশ্ন 'ডাক্তার হলি কবে থেকে।' উত্তর, 'বড়ো ডাক্তার নাহলেও ছোটো খাটো ডাক্তারি চালিয়ে যেতে পারি।' আমরা দেখতাম সময় পেলেই বাবা হোমিওপ্যাথির বাক্স ও বায়োকেমিকের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। আর বলতেন জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবকিছুর মধ্যেই আনন্দ আছে। গুরুদেবের সব কাজ সেরে বাধা বাড়িতে ফিরে আবার সন্ধ্যেবেলায় উত্তরায়ণে গুরুদেবের কাছে যেতেন। কোনও দিন একটু দেরি হলে গুরুদেব পুরাতন ভৃত্য বনমালীকে পাঠিয়ে দিতেন। এক সন্ধ্যায় কবির কাছে অনুমতি নিয়েই বাবা গিয়েছিলেন অন্য বিভাগের সভায় সভাপতিত্ব করতে। সভা শুরু কিছু পরেই বনমালী একটা ছোট্ট

হয়তো ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে হয়েছিল ভালবাসার দুটি নাম 'সধোরিয়া' ও 'বলডুইন' চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল।

চিরকূট নিয়ে গুটি গুটি বাবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বাবা বুঝতে পেরেই শ্রোতাদের কাছে অনুমতি নিয়ে 'আমার ডাক পড়েছে' বলে উত্তরায়ণ অভিমুখে রওনা হলেন। একবার পারিবারিক অসুবিধার জন্য বাবার গুরুদেবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বাইরে যাওয়া হয়নি। সচিব অনিল চন্দ মহাশয়কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। বোলপুর স্টেশন থেকে বর্ধমান যাওয়া। সন্ধে যত ঘনিয়ে আসছে , কবির মুখের হাসিও ম্লান দেখাচ্ছে। মুখও থমথম করছে। হঠাৎ অনিলদাকে প্রশ্ন : 'বোলপুর ফেরার ট্রেন কখন।' বিস্ময়ে অনিলদা বললেন, 'ফেরার কথা কেন বলছেন? আপনার শরীর খারাপ লাগছে?' উত্তর : 'সুধা না থাকায় ফাঁকা লাগছে। ওই তো জমিয়ে রাখে।' সহাস্যে অনিলদা বললেন : 'যাত্রার আগেই বুঝেছিলাম।' খবর পেয়ে পরের দিনই বাবা মংপু অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথেয়তায় কয়েকদিন কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

আমার মনে পড়ে আমি তখন স্কুলে যাই বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিলে আয়োজন করতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সবকিছুর প্রথমে প্রশ্ন উঠত সভাপতিত্ব কে করবেন? তখন একরকম বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ছুটে যেতাম স্বয়ং কবিগুরুর কাছে। আসলে তখন বুঝতাম না ইনিই যে বিশ্বকবি। বাবার সাথে এত আন্তরিকতা আমাকে তা হয়তো বুঝতে দেয়নি। যাই হোক প্রস্তাব রাখতেই কবিগুরু আমার মুখ চেয়ে বলে দিলেন হ্যাঁ। আমাদের তখন আনন্দে আত্মহারা। ও... এর মধ্যে বলে রাখি আর একটা ঘটনা। গুরুদেবের কাছে গেলে সবাইকে একটা করে লজেন্স দিতেন। কিন্তু ওই প্রস্তাব নিয়ে যেদিন গেলাম প্রস্তাব দেওয়ার পরে উনি হ্যাঁও করলেন, কিন্তু আমরা আর ওখান থেকে যাচ্ছি না। উনি লিখছিলেন, লেখার দিকেই মন ছিল। কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে বললেন, কিরে তোরা এখনও যাসনি। আমি উত্তর দিলাম না আপনি তো একটা জিনিস ভুলে গেছেন। উনি তখন বললেন কি? আমি বললাম লজেন্স দিতে। উনি তো হো হো করে হেসে সবাইকে লজেন্স দিলেন। যাই হোক সেই অনুষ্ঠানের দিন যথাসময়ে গুরুদেব এসে উপস্থিত আমরা আমাদের যে যার মতোন অনুষ্ঠান করছি গুরুদেবের সামনে। আমার মনে আছে আমি একটা কবিতা বলেছিলাম। গুরুদেব সেটা শুনে বলেছিলেন লিখে যা, থামিস না। হয়তো সেইজন্য এখনও বল পাচ্ছি লিখে যাওয়ার।

সব কাজই আবার আগের মতো চলছে। হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো শোনা গেল শ্রদ্ধেয় গুরুদেব অসুস্থ। সুচিকিৎসকের পরামর্শ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে গেলেন শ্রদ্ধেয় সুরেন কর মহাশয়, কৃষ্ণ কৃপালনী ও তাঁর স্ত্রী, কবির আদরের নাতনি নন্দিতা (বুড়ি), সস্ত্রীক অনিল চন্দ মহাশয়। সচ্চিদানন্দ রায় (আলুদা) আরও অনেক আত্মীয় এবং 'একান্ত সচিব'।

আশ্রমবাসীদের মাঝখান দিয়ে কালো গাড়িটা আস্তে আস্তে রওনা হল। শায়িত অবস্থায় চোখ দুটি বোজা থাকলেও অশ্রুধারা বুঝিয়ে দিল এই কবির শেষ যাত্রা। সকলে উঠলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। চলতে

গুরুদেব সেটা শুনে বলেছিলেন লিখে যা, থামিস না।

লাগল চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা। সহকর্মী ও আত্মীয়দের দিনরাত অক্লান্ত সেবা। সবকিছু ব্যর্থ করে প্রদীপ নিভবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে উঠে চিরতরে নিভে গেল। শোকস্তব্ধ জনতা, বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ–প্রকৃতিও কবিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। দিনটি ২২শে শ্রাবণ। সব শোকের মধ্যেও ছাপিয়ে গেল বাবার দুটি কথা। তিনি দ্বিতীয় বার 'পিতৃহারা হলেন।' একে একে সকলে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেও বাবা রইলেন পিতৃগৃহে। কয়েকদিন গুরুদেবের শেষ বিদায়ের ঘরটিতে থেকে তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করে জোড়াসাঁকোকে শেষ প্রণাম জানিয়ে ঘরে ফেরেন। হয়তো ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে হয়েছিল ভালবাসার দুটি নাম 'সধোরিয়া' ও 'বলডুইন' চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল।

জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের জন্মদিন পালন করেছিলেন। কখনো আসানসোল রোটারি ক্লাব অথবা সিউড়ির টাউন ক্লাবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাটানো তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের ঘটনাগুলি বলে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। তারাও করতালি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতো, এই শ্রদ্ধাই হয়তো পিতা পুত্রের মহামিলন। এরই মধ্যে দিয়ে দরদী যারা খুঁজে পায় 'একান্ত' কথাটার অর্থ।

লেখক : কবিগুরুর একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরির কন্যা।

সৌজন্যে শ্রেয়সী

যা হয়েছে তা মমতাচিত অন্যথা কি–স–সু হয়নি

উজ্জ্বল গোঁসাই

২০১৮–র পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন ঘিরে সন্ত্রাসের বাতাবরণ এবং তাকে নিয়ে চাপান উতোরের বিবৃতি পাল্টা বিবৃতিতে, খুবই বিব্রত বোধ করছেন সাধারণ মানুষ থেকে বিদ্বজ্জন সকলেই। সকলেই বলছে এতো কাজ করার পর এটার কি প্রয়োজন ছিল?

আমার আপনার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন দেখি তখন মনে হয় সত্যিই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলে বোঝা যায় কেন বাংলার রাজনীতিতে এ জিনিস ঘটল। দীর্ঘ বাম শাসনের সময় আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্টের নীতির সমালোচনা করে সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করে কংগ্রেসের নাম করা বিরোধী নেতারা কেউ তেমন ভাবে জনমানসে দাগ কাটতে পারেনি। সে তুলনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ধার ধারতেন না। চমক সৃষ্টিই ছিল তাঁর আন্দোলনের মূল কথা। থানার ওসির চেয়ার দখল করে বসে পড়া কিংবা ওসির গালে কালি মাখিয়ে দেওয়া সোমেন মিত্র বা প্রিয়রঞ্জন বা গনিখান চৌধুরীরা এ জিনিস কল্পনাও করতে পারতেন না। মিথ্যা প্রচার রাজনীতির একটা অঙ্গ। যার পথ প্রদর্শক বামেরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাকেও হাতিয়ার করেছিলেন। তখন প্রায়ই সিপিএম–এর অত্যাচারের কাহিনী বলতে গিয়ে জ্যান্ত কই মাছ খাইয়ে দিয়েছে সিপিএম এই কথাটা প্রতিটা মিটিংয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন। কিন্তু ঘটনাটা আদৌ কোথাও ঘটেনি। চপলা সর্দারের ধর্ষণ নিয়ে প্রচার তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যেদিন তাকে ধর্মতলার মঞ্চে তুলে নিজের কথা বলতে বললেন তাকে দেখে উপস্থিত জনসাধারণের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। চপলা সরদার পোড়া মহিলা। তিনি বললেন ওরা আমাকে মদ খেতে বলল, মদ খাওয়ার পর আমার আর কিছু মনে নেই। সিপিএম–এর কমরেডরা তাকে ধর্ষণ করেছিল কিনা তা বোঝাই গেল না। এই যে মূক বধির মেয়েকে নিয়ে সটান জ্যোতি বসুর ঘরের কাছে চলে যাওয়া– এই চমক অন্য নেতাদের রাজনৈতিক সৌজন্যে বাধবে, চক্ষু লজ্জায় আটকাবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু যায় আসে না। তার জনসমর্থন চাই। আর জনগণ কী চায় তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোভাবেই জানেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির পিছনে সত্য বা বাস্তবতা খুঁজলে চলবে না। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্যই রাজনীতি এর কারণ। তাই পশ্চিমবঙ্গে যখন মাওবাদী সমস্যা জ্বলন্ত সেই সময় তিনি তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য যৌথবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার দাবি তুললেন। অথচ ক্ষমতায় এসে ৭ বছর হয়ে গেল তিনি যৌথ বাহিনী সরাবার নামও করেন না।

এই ছক ভাঙা বিরোধিতার পথ বেয়েই তিনি সরকারে এসেছেন। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার চালানোর ক্ষেত্রে প্রথা ভাঙবেন না বা ছক বদলাবেন না, এটা ভাবাই তো বোকামি। তাই পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখলেন যে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে একজন ধৃতকে ছাড়াতে সোজা ভবানীপুর থানায় চলে গেলেন। আমরা সকলেই তাই নিয়ে সমালোচনা করেছি। কিন্তু তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কিছু আসে যায় না। বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন তিনি বারবার প্রহৃত হয়েছেন। প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অফুরান জীবনী শক্তি। আবার উঠে দাঁড়িয়ে সিপিএম–এর বিরুদ্ধে প্রায় একক লড়াইয়ে জিতেছেন। দল তাঁকে কোনও সাহায্য করেনি। তিনিই দল গড়েছেন, তিনিই দল পরিচালনা করেছেন। ফলে সবেতেই তিনি একা। তাই সরকার চালনার ক্ষেত্রেও তিনি একা। মন্ত্রীমণ্ডলী আজ্ঞাবাহী মাত্র। গণতন্ত্রে এটা কাম্য নয়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথা ভাঙতে জানেন। তিনি জানেন দলের মধ্যে কোনও নেতা নেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো। তাই তিনি সর্বশক্তিমান এবং এক ও অদ্বিতীয়ম সরকারের মাথা। তিনি বছরে দুবার করে জেলার উন্নয়ন দেখতে যান। সঙ্গে পাত্র–মিত্র–অমাত্য সহ। এটাও ছক ভাঙা প্রশাসনিক ব্যবস্থা। তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দফতরের বাজেট গিলোটিনে যায়। পরিকল্পনা বহির্ভূত যাতে তার সরকারের ব্যয় বেশি। তিনি ইচ্ছা মতো ক্লাবে ক্লাবে অর্থ অনুদান দিতে পারেন। তিনি সাহসী যা করব বলেন, তাই করেন। সিঙ্গুরের জমি ফেরত দেবে বলেছিলেন তা তিনি করে দেখিয়েছেন। এই যে গোঁ যা রাখতে গিয়ে শিল্পমহলে একটা নেতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে সেটাকে পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনেই করেন নি। হয়তো একদল মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবমূর্তির জন্য পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনেই করেন নি। হয়তো একদল মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবমূর্তির জন্য লগ্নি আশানুরূপ হচ্ছে না তাতে রাজ্যের ক্ষতি। কিন্তু ব্যক্তি মমতার তাতে কিছুই যায় আসে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পঞ্চায়েতে তৃণমূল না জিতলে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, গতিধারা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সামাজিক প্রকল্প সব বন্ধ যয়ে যাবে। আমি উন্নয়ন করেছি আর ভোট পাবে বিরোধীরা। আমি বিদ্বজনদের বঙ্গভূষণ বঙ্গবিভূষণ উপাধি দিয়েছি সেই তারাই আমার সমালোচনা করবে?

আমাদের বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ভাত কাপড়ের বালাই নেই আর কিল মারার গোঁসাই ঠাকুর'। মানে অনেকটা এই রকম হল যে ভাত কাপড় সময় মতো জুগিয়ে গেলে কিল মারার অধিকার জন্মে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা থেকে এই রকম একটা মানসিকতার আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, পঞ্চায়েতে তৃণমূল না জিতলে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, গতিধারা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সামাজিক প্রকল্প সব বন্ধ হয়ে যাবে। সরকারি কোনও প্রকল্প, কোনও পঞ্চায়েতের সমর্থন পাওয়ার জন্য এই কথা বলা। তিনি নিজে এই মানসিকতায় আচ্ছন্ন যে আমি উন্নয়ন করেছি আর ভোট পাবে বিরোধীরা। আমি বিদ্বজ্জনদের বঙ্গভূষণ বঙ্গবিভূষণ উপাধি দিয়েছি। সেই তারাই আমার সমালোচনা করবে?

বামেরা নির্বাচনে জেতার জন্য নানারকম ফন্দি ফিকির করত। তারা হয়তো ভাবত যে আমরা শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেত মজুরের স্বার্থরক্ষাকারী দল। আমরা ভোটে জেতার জন্য অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করলেও দোষ নেই। কারণ ক্ষমতায় এসে তো গরিবের স্বার্থ রক্ষা করব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবছেন বামেরা ৩৪ বছরে যা পারে নি আমি ৬ বছরে তা করে দিয়েছি। ফলে ভোটে জেতাটা আমার নৈতিক অধিকার। সেই জেতার ভারটা কি আজ জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। কারণ ৩৪ বছর বামেরা ভরসা করে যখন ছাড়েনি আমিই বা ৬ বছরের মাথায় সেই রিস্ক নেবো কেন? আমরা জানি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্ষু লজ্জার বালাই নেই, গণতন্ত্রের দায়ও নেই। তাই তিনি বলতে পারেন ৩২ শতাংশ সংখ্যালঘু তোষণ করব বেশ করব। নির্বাচনে জেতার ক্ষেত্রেও তিনি প্রথা ভাঙলেন। বামেরা সুবিধা মতো এলাকায় রাতের অন্ধকারে বিরোধীদের না দাঁড়াতে ভয় দেখাত। তৃণমূল দল আর আবডালটুকু রাখল না? তারা প্রকাশ্যে ডিএম, এসডিও অফিস ও বিডিও অফিসে ব্যারিকেড করল যাতে অন্য কেউ নমিনেশন দিতে না পারে। আলিপুরে বাইক বাহিনী গুণ্ডাদের পুলিশ ঢুকিয়ে দিচ্ছে আর সাংবাদিকদের আটকাচ্ছে এ দৃশ্য সারা ভারতবাসী দেখল।

কিন্তু কই প্রতিবাদ হল না তো। এটা অ্যাসিড টেস্ট হল। মানুষ কতটা সয় তা দেখে নিল। পুলিশ কত দূর কর্তব্যস্তত হতে পারে তা দেখে নিল। কারণ মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় বলেছেন পঞ্চায়েতে আমার একশো শতাংশ চাই। ফলে দিদি চাইবে আর তার ভাইয়েরা তা দিতে পারবে না– এমন অকর্মণ্য ভাইদের নিয়ে দিদি রাজনীতি করেন না। তাই যেখানে সুবিধা পেয়েছে বোমা পিস্তল নিয়ে পথ আটকেছে। গণতন্ত্রের কী হল সে ভাবনা গৌণ। অতীতে যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন সেই সময় সিপিএম ছেড়ে আসা মহম্মদ রফিককে নিয়ে পাঁশকুড়া লোকসভা আসন জিতেছিলেন। বর্তমান পত্রিকায় বুথের হিসাবে দেখা গিয়েছিল অনেক বুথে সিপিআই–র প্রার্থী গুরুদাস দাশগুপ্ত দু–একটা ভোট পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল 'কেশপুর লাইন'–গ্রাম দখলের রাজনীতি। সে দিনের বিরোধী দল আজকের শক্তিশালী সরকারি দল। উন্নয়নের কাণ্ডারী– তারা যদি বিডিও অফিস ডিএম অফিস দখল করে রাখে সেটা কী খুব বড় কাজ! উন্নয়নের স্বার্থে জনগণ যদি এইটুকু মেনে নেয় তাহলে কি মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে? যারা গণতন্ত্র বলে চিৎকার করছে তারা নিজেরাই জানে না গণতন্ত্র খায় না মাথায় দেয়? সকালের সূর্য দেখে কেউ যদি গোটা দিন কেমন যাবে, তা ধারণা করতে ব্যর্থ হয় সেটা সূর্যের দোষ নয় নিশ্চয়ই!

বীরভূম

ধর্মরাজপুজোয় মাতোয়ারা

অভীক মিত্র : বুদ্ধ পূর্ণিমায় রবিবার ধর্মরাজ পুজোয় মাতলো বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। বোলপুরের খোসকদমপুর,দুবরাজপুর ব্লকের মেটেলা,চিনপাই,রাজনগর ব্লকের তেতুঁলবাধঁ গ্রামে ধর্মরাজ পুজো হয়। ধর্মরাজ পুজো উপলক্ষ্যে বসে গ্রামীণ মেলাও। গাংটে গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো বাবা ধর্মরাজ পুজো। পুজোর ঘাট বানানো, ফুল খেলা, বলিদান,ভাঁড়াল আনা সহ চড়কের মতো প্রথা রয়েছে। ব্রত রাখেন বাইশজন ভক্ত। পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে পাশ্ববর্তী কোমা ও ধইটা থেকে ধরম এসে পুজো হয়। বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই পুজো এখন সার্বজনীনভাবে হলেও রয়েছে সেবাইত কমিটি। ধর্মরাজ পুজো উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় চিনপাই গ্রামের ধর্মরাজ মন্দিরে রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে বাধেঁরশোল গ্রামে ধর্মরাজ পুজো হবে।

গাংটে গ্রামে গণবিবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন রবিবার সকালে গণবিবাহের আসর বসলো বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার গাংটে গ্রামে। সদর শহর সিউড়ি থেকে

সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গাংটে গ্রাম। ছাদনাতলায় এইদিন যেমন বসলো প্রদীপ দাস – বাসন্তী দাসরা তেমনি ওই একই আলমতলায় বসলো রসিক পটুয়া – পিঙ্কি খাতুন আবার ওই মান্ডয়াতেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো সুখোদি মুমু – সুনীল টুডুরা। দশ যুগলের বিবাহে নবদম্পতিদের বিয়ের খাট ,আলমারি,রেডিও,ঘড়ি,সাইকেল,বিছানা সহ বিভিন্ন ব্যবহত আসবাবপত্র দেন উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজী সাহেব,পুরোহিত,নাইকি হাড়ামারা। উদ্যেক্তা ছিলো 'রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা'। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো পূর্ব মেদিনীপুরের একটি অনাথ আশ্রম সঙ্গে স্থানীয় কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি–২ নং ব্লকের বিডিও বিকাশ মজুমদার। সমাজের সকলস্তরের মানুষ এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

ঝড়বৃষ্টি আনলো ঠাণ্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ই এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল মাত্র দশদিনেই বীরভূম জেলার তাপমাত্রা কমলো আট ডিগ্রি সেলসিয়াস। সৌজন্যে বজ্রবিদ্যুৎ

সহ ঝোড়ো হাওয়া। ২০ই এপ্রিল শ্রীনিকেতনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিলো ৩৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার সকাল থেকে চি নপাই,সিউড়ি,দুবরাজপুর ,বোলপুর,রামপুরহাট সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচন্ড বৃষ্টি। সঙ্গে ছিলো ঝোড়ো হাওয়া। ভোর থেকে মেঘের ঘনঘটা ছিলো আকাশে। বিপর্যস্থ হয় স্বাভাবিক জনজীবন। বৃষ্টির পর জেলার তাপমাত্রা কমে গিয়ে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। সঙ্গী হয় লোডশেডিং এবং লো ভোল্টেজ। ঘনঘন কালবৈশাখীর দাপটে বৈশাখ মাসের অর্ধেকাংশ পেরিয়ে গেলেও জেলায় গরম সেইভাবে লক্ষ্য করা যায় নি – এই কথাই বলায় যায়। ২৮শে এপ্রিল সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হয় চিনপাই গ্রামে।

পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মন্দিরে পুজো দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করলো বীরভূম জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। সোমবার সকালে মল্লারপুর মল্লেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলো ময়ূরেশ্বর–১ নং ব্লকের বিজেপি প্রার্থীরা। ২৮শে এপ্রিল সকালে কেদারেশ্বরী ছিন্নমস্তা মন্দিরে মায়ের পুজো দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের নির্বাচনী প্রচার শুরু করলো আঙ্গারগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের তিন তৃণমূল প্রার্থী শ্যামসুন্দর বাগ্দী, সোনালী বাগ্দী এবং বিশ্বজিৎ মুখার্জী।

রামপুরহাট–জসিডি ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮শে এপ্রিল রামপুরহাট জংশন স্টেশন থেকে জসিডি পর্যন্ত শুরু হলো ট্রেন চলাচল। রামপুরহাট জংশন স্টেশনে নেমে পর্যটনকেন্দ্র তারাপীঠ যেতে হয়। এরফলে সরাসরি দুই পর্যটনকেন্দ্র তারাপীঠ এবং দেওঘর জুড়ে গেলো – এইকথা বলায় যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৫শে নভেম্বর ২০১২ সালে রামপুরহাট – মন্দারহিল রেলপ্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন রেলপ্রতিমন্ত্রী অধীর চৌধুরী। রামপুরহাট থেকে দুমকা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করতো। নতুন ট্রেন চালু হওয়ায় খুশি জেলার বাসিন্দারা।

প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'কাহিনগর দিশারী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র পরিচালনায় পাইকর ব্লক অফিস চত্বরে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরন শিবির অনুষ্ঠিত হলো। শিবিরে সহযোগিতায় ছিলো রাষ্ট্রীয় গতিশীল দিব্যাঙ্গজন (গঐকঈ)। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি জাবির শেখ,বিডিও অমিতাভ বিশ্বাস,শান্তনু ভট্টাচার্য্য,অরান্ত্রন পাত্র,অপির্তা ভট্টাচার্য্য,সৃজা মিত্র,মোনালি সাহু,সুরাঙ্গনা দে, 'কাহিনগর দিশারী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সম্পাদক মহ: আব্দুল হাফিজ প্রমুখ। মোট সাতশজন প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে মোট ছয়শোজনকে হুইলচেয়ার,ক্র্যাচ,ব্লাইন্ড স্টিক, কৃত্রিম পা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

অভিযুক্তের পরিবারকে বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবকের পরিবারকে সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত জানালো কাশিমনগর গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, স্কুলে যাতায়তের পথে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয় লাল্টু শেখ নামে কাশিমনগর গ্রামের এক যুবকের। কিশোরীকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মুরারইয়ের একটি লজে নিয়ে গিয়ে ছুরি দেখিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে লাল্টু বলে অভিযোগ। ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভিডিও মোবাইল বন্দি করে রাখে লাল্টু। পরে তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে লাল্টুর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবক পলাতক। পরে জানা যায় লাল্টু শেখ পেশায় অটোচালক। অভিযুক্ত লাল্টুর পরিবারকে সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত জানালো কাশিমনগর গ্রামের বাসিন্দারা।

বিজয় উৎসবের আদলে প্রচার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সাতটি পঞ্চায়েত সমিতিতে আগেভাগেই জয়ী তৃণমূল। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর দেখা যায় জেলার ৯৮৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে, পঞ্চায়েত সমিতিদ ১৬৪টি আসনে এবং জেলা পরিষদের ৯টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। স্বাভাবিকভাবেই জয়ের মেজাজে রয়েছে শাসক শিবির। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারে তাই খোশ মেজাজে রয়েছে প্রার্থীরা। এদিন বারাসত ব্লক–১ এর আওতাধীন ইছাপুর–নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত–এর সুভাষনগরে নির্বাচনী প্রচারে তেমনি উৎসাহ ও জয়ের উন্মাদনা দেখতে পাওয়া গেল। জেলা পরিষদের বিদায়ী পূর্ত ও সড়ক কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ গোস্বামীর সমর্থনে এদিন একটি নির্বাচনী মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক রথীন ঘোষ। এদিন মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ঢাল ঢোল, দলের জয়ধ্বনি দিতে দিতে নগর পরিক্রমা করে তৃণমূল দলের সমর্থকরা। জয়ের ব্যাপারে রথীন ঘোষ বলেন, 'আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। মানুষ আমাদের সাথে আছে।' জেলা পরিষদ প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামী বলেন 'জয় নিশ্চিত কারণ জনগণের সমর্থন তাদের আছে।' এদিন জেলার একমাত্র কংগ্রেস বিধায়ক বাদুড়িয়ার দিলুর তৃণমূলে আসার জল্পনা প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, দল মনে করলে তিনি দলে জায়গা পেরে পারেন। তবে এবারের জেলার বিজয় উৎসব তিনি বাদুড়িয়া থেকেই করতে চান বলে জানান। নির্বাচনী মিছিল প্রায় পাঁচ কিমি রাস্তা পরিক্রমা করে নীলগঞ্জে শেষ হয়।

ভোটই হচ্ছে না কাটোয়ায়

প্রথম পাতার পর

আসলে বাংলা অভিধান অনুযায়ী উন্নয়ন শব্দের অর্থ প্রগতি বা উন্নতি। সেই অর্থের সঙ্গে এই নতুন উন্নয়ন শব্দের অর্থের কোনও মিল নেই। এই উন্নয়ন শব্দের উদ্ভাবক বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা অনুব্রত মণ্ডল। তাঁরই মুখনিঃসৃত এই উন্নয়ন কখনও রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই উন্নয়ন কখনও বিরোধীদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক কার্যালয়ের দরজায় পাহারা দেয়। আবার নির্বাচনের দিন এই উন্নয়নকেই বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে বলে জানা গেছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই উন্নয়নকে সমর্থন করা হয় না। প্রগতি, উন্নতিকে সর্বদা স্বাগত জানানোটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় রীতি। সেই অনুযায়ী কাটোয়ার উন্নয়নের সঙ্গে কালনার উন্নয়নে বিস্তর ফারাক থাকতেই পারে। কিন্তু, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ কালনা মহকুমার অনুন্নয়নকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ এখানে মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রগতি তথা উন্নতির চেষ্টা করছেন। সেই অর্থে রাজ্যব্যাপী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা–মাটি–মানুষ–এর সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে। রাস্তাঘাট সংস্কার থেকে শুরু করে পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, যুবশ্রী প্রভৃতি উন্নয়নের সুবিধা পাচ্ছে কালনা, কাটোয়া মহকুমা সহ সকল এলাকার কোটি কোটি মানুষ। তাহলে কাটোয়া মহকুমা এলাকায় আলাদা করে কিসের উন্নয়নের কথা বলছে তৃণমূল? এখানে আর ভোটগ্রহণ হবে না জেনেও কিসের তাগিদেই বা উন্নয়নের বার্তা দিয়ে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন? এইসব প্রশ্নই কাটোয়া এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, এসইউসি প্রভৃতি বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, তৃণমূলের এক নেতা উন্নয়ন বলতে যেটা বুঝিয়েছেন তা হল নিজেদের মদতপুষ্ট সশস্ত্র দুষ্কৃতী বাহিনী। ওই বাহিনীর নানাভাবে হুমকি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য কাটোয়া মহকুমার কোথাও তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করানো যায়নি। এসইউসি দলের তরফে এই সন্ত্রাস সৃষ্টির একাধিক অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে কাটোয়ার মহকুমাশাসকের কাছে। সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, ২৩ এপ্রিল বর্ধিত মনোনয়নপত্র পেশের দিন দাঁইহাটে দলীয় কার্যালয়েই তৃণমূলের উন্নয়ন বাহিনীর হামলায় গুরুতর জখম জেলা কমিটির সদস্য তপন কোনার সহ ছয়জন নেতা কর্মী। বিজেপির জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষের বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের উন্নয়ন বাহিনীকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে সামিল হোক। মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দিক। তারপর মানুষ যে রায় দেবেন তা মাথা পেতে নেব।

সচেতনতা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি :পশ্চিমবঙ্গ কে মিশন নির্মল বাংলায় পরিণত করতে ৩০ শে এপ্রিল দিনটিকে মুখ্যমন্ত্রী নির্মল বাংলা দিবস হিসাবে পালনের জন্যে বলেছিলেন। সেইমতো চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩০ শে এপ্রিল নির্মল বাংলা হিসাবে দিনটি পালন করে। এদিন স্কুলের ১৫০ র বেশি ক্ষুদে পড়ুয়া র‍্যালি করে প্রায় দু কিলোমিটার হাঁটে। এই র‍্যালিতে অভিভাবক থেকে স্কুলের শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। রাস্তার দুধারে এদিন যথেচ্ছ ভাবে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার চলে । মূলত এদিন পলিথিন ব্যবহার এর উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল খুদের মুখে স্লোগান। রাস্তার ধারে সাধারণ মানুষ থেকে দোকানদার সবাইকে বোঝায় পলিথিন সমাজের একটা দূষণ বস্তু।

এদিন এরকম খুদেদের প্রয়াস দেখে সাধারণ মানুষ খুব উৎসাহিত হয়েছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস মন্ডল জানান, স্বচ্ছ বাংলা গড়ো, এই করেছি পণ। উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করুন বর্জন। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অরিত্র মন্ডল ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শ্রেয়া ভুঁই বলে আমাদের জন্মভুমি বাংলাকে নির্মল ও দূষণ মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাংলায় পরিণত করতে হলে সকলকেই আগে

মনে পবিত্রতা ও সংকল্প গ্রহন করতে হবে এবং ময়লা দূর করতে হবে সবার আগে। তবেই নির্মল বাংলা তৈরি হবে।

শিশুমিত্র,পরিবেশ বান্ধব, নির্মল ও দূষণ মুক্ত গ্রিন স্কুল সহ পরিবেশ বাঁচানোর লক্ষে গাছ লাগানোএই কর্মসূচি।একদিকে যেমন প্রকৃতির ও পরিবেশ র সঙ্গে পড়ুয়াদের আত্মিক টান তৈরি হবে।তেমনি নিজেদের সৃজনশীলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে,গাছেদের সঙ্গে অনেক বেশি একাত্মতা তৈরি হবে পড়ুয়াদের।

মে দিবসে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মে দিবসে রক্তদান কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। এদিন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুরে আইএনটিটিইউসিসি অনুমোদিত রাইস মিল শ্রমিক ইউনিয়নের কাটোয়া শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে মোট ৩১ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক ও পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি নরেশচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। বিধায়ক বলেন, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এই মুহূর্তে রক্তসংকট চলছে। সেই প্রেক্ষিতে এই মহান মে দিবসে আমরাও রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

বাড়াচ্ছে সংশয়

প্রথম পাতার পর

তবে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকরাও এ ব্যাপারে খোঁজ খবর বা অভিযান করতে পারেন। ভাগাড়ের পচা মাংস কাণ্ডের পর কলকাতা সহ শহরতলির নামি–দামি অনেক রেস্তোরাঁর নাম জড়িয়েছে। পুরসভা ও স্বাস্থ্য দফতর অভিযানও শুরু করেছে। অনেক রেস্তোরাঁকে 'সিল' করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন জেলায় অভিযান করার জন্য। কিন্তু জেলায় বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এখনও কোনও অভিযান শুরু হয়নি। ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিরিয়ানির দোকানগুলো দিব্বি চলছে। তবে তাদের বিক্রি বাট্টা অনেক কমে গেছে। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে দক্ষিণ শহরতলির অনেক বিরিয়ানি দোকান স্থানীয় ভাবে মাংস না কিনে, ডালডার বড়ো ড্রামে করে বাইরে থেকে অনেক কম দামে মাংস কিনত। এবং সেই মাংস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেকের কোনও বৈধ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামো নেই। এবারে স্থানীয় থানা ও স্বাস্থ্য দফতর যদি অভিযান করে তাহলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ভাগাড়ের পচা মাংস কাণ্ডের পর কলকাতা সহ শহরতলির নামী–দামী অনেক রেস্তোরাঁর নাম জড়িয়েছে। পুরসভা ও স্বাস্থ্য দফতর অভিযানও শুরু করেছে। অনেক রেস্তোরাঁকে 'সিল' করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন জেলায় অভিযান করার জন্য। কিন্তু জেলায় বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এখনও কোনও অভিযান শুরু হয়নি। ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিরিয়ানি দোকানগুলো দিব্বি চলছে। তবে তাদের বিক্রি বাট্টা অনেক কমে গেছে। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে দক্ষিণ শহরতলির অনেক বিরিয়ানি দোকান স্থানীয় ভাবে মাংস না কিনে, ডালডার বড়ো ড্রামে করে বাইরে থেকে অনেক কম দামে মাংস কিনত। এবং সেই মাংস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেকের কোনও বৈধ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামো নেই। এবারে স্থানীয় থানা ও স্বাস্থ্য দফতর যদি অভিযান করে তাহলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সব রেস্তোরাঁই সন্দেহের তালিকায়

প্রথম পাতার পর

দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হওয়া দরকার।' সম্প্রতি কলকাতার রাজাবাজার সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা জানিয়েছে, এই সমস্ত মাংস উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁচরাপাড়া, নৈহাটিতেও বিভিন্ন হোটেল–রেস্তোরাঁতে চালান যেত। তবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পুরসভাগুলি ও সংশ্লিষ্ট খাদ্য ও স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে নজরদারিতে এখনও যথেষ্ট ঢিলেমি আছে বলে মনে করেন জেলার একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিক তাপসকুমার সরকার। তিনি বলেন, এই জেলায় কোনও পুরসভাগুলিরই সংগৃহীত মাংস ও খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করার নিজস্ব কোনও পরিকাঠামো নেই। ফলে ভাগাড় থেকে কোনও মরা পশু ও বাসি পচা মাংস হোটেলগুলিতে খাওয়ানো হচ্ছে কিনা এটা জোরের সঙ্গে কেউ বলতে পারছে না। এছাড়া বারাসত শহর হচ্ছে কার্যত বাংলাদেশের একটি গেট ওয়ে। একারণে এই রুট দিয়ে অনুপ্রবেশ সহ বিভিন্ন চোরাচালান এবং পাচারের ঘটনা নিত্য–নৈমিত্তিক বিষয়। সেই তুলনায় নজরদারির অভাব যথেষ্ট।' পাশাপাশি বিভিন্ন ফাস্ট ফুড সেন্টার ও হাতে গড়া রুটির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, বিভিন্ন জায়গায় যে রেডিমেড আটার রুটি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে, তার আটাগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের। দিনের পর দিন এই রুটি খেয়ে আগামীদিনে ক্রেতাদের দুরারোগ্য ব্যধির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।' এমনটা হলে তার দায়ভার নেবে কে? এমন প্রশ্নও করেন তিনি। তবে মাংস, মাছ ও খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য যে কোনও নিজস্ব উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই সংশ্লিষ্ট পুরসভার তা স্বীকার করেন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। এ কারণে মাংসের নমুনা সংগ্রহ করে তা পশু হাসপাতালের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বারাসতে প্রায় তিরিশটির বেশি হোটেল রেস্তোরাঁ আছে। সেগুলিতে খাবারের উপযুক্ত গুণমান যাচাই করার কোনও ব্যবস্থা নেই। একারণে শুধু বারাসত নয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সমস্ত হোটেল–রেস্তোরাঁগুলিই এখন উঠে এসেছে গুণমানে সন্দেহের তালিকায়। এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে রুখলেন শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সহপাঠী আর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাপে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ হল মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্র পুর হাই স্কুলে। প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি পরিবারের সাথে এদিন গিয়ে দেখা করে কথা বলেন। বুধবার ছিল বিয়ের দিন , গায়ে হলুদও হয়ে গিয়েছিল, সেরে ফেলেছিল উভয়পক্ষের লেনদেন।এদিকে সরিফার সঙ্গে আবার ওই প্রতিবেশী পাত্রের দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিল। বিয়েতেও রাজি ছিল ওই ছাত্রী সরিফা। কিন্তু প্রধান শিক্ষক চন্দনবাবু এত ১৮ র আগে বিয়ে হওয়ার কথা শুনে ছুটে চলে যান মথুরাপুর থানার

হোকলডাঙা গ্রামে। কম বয়সে বিয়ে হলে কি ক্ষতি হয় তা বোঝান বাবা মাকে । মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও বোঝান বাবা সাহিদ আলি শেখ কে।

সহপাঠী ও প্রধান শিক্ষককের কাছে সব শোনার পর সরিফা নিজে থেকে বিয়ে বন্ধ করে দিতে রাজি হয়। সরিফা আবার স্কুলে যাবে প্রতিনিয়ত। এখন থেকে স্কুলের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করবে সে। সমস্ত খরচ বহন করবে স্কুল।বাবা সাহিদ আলি শেখ পেশায় দিনমজুর। কলকাতাতে রোজ ফেরির কাজ করে। কোনরকম ভাবে দিনযাপন চলে এই পরিবারের। সরিফারা পাঁচ ভাইবোন। পরিবারের বড় সরিফা। পড়াশুনায় মেধাবী সে। কিন্তু অভাবের তাড়নায় প্রতিবেশীর ছেলে রফিক মন্ডল এর সাথে তার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়।

সত্যমেব জয়তে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER & DISTRICT MAGISTRATE
ALIPORE, SOUTH 24 PARGANAS, KOLKATA–700 027

Order No–1/2018 U/S 144(1) of Criminal Procedure Code 1973

Whereas, after the announcement of election schedule to the Bye Election of the Maheshtala Assembly Constituency by the Election Commission of India vide its press note ECI/PN/32/2018 dated 26/04/2018, the prevailing law and order situation in the Maheshtala Municipal corporation and adjoining areas has been reviewed and examined minutely especially in view of the Bye election 2018 to be held on 28.05.2018, and the undersigned in my capacity as the District Magistrate of this district is fully convinced and satisfied that there are sufficient reasons/grounds for passing prohibitory order under Sub satisfied that there are sufficient reasons/grounds for passing prohibitory order under Sub section 1 of section 144 of Cr. P. C., 1973 to ensure that to untoward/unwanted incidents occure during conduct of the Bye election to the Maheshtala Assembly Constituency.

And

Whereas, it has become expedient to issue prohibitory order for prevention of beach of peace, disturbances to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot and affray in the polling area in view of the Bye Election to the Maheshtala Assembly Constituency.

And

Whereas, the emergent nature of the case and circumstances do not permit serving of notice upon the general public in due time and hence this order is passed ex–parte under sub section 1 of section 144 Cr. P.C and is directed to the public general within the jurisdiction specifically mention in the undernoted schedule.

Now, therefore, I, Y. Ratnakara Rao, IAS, District Magistrate, South 24 Parganas, in view of the above stated grounds prevailing in the said jurisdiction, the specific direction of the Election Commission of the India as stated, and in view of the likelihood of occurrence of violence, beach of peace and untoward/unwanted incidents during the conduct of Bye election, 2018 to be held on 28.05.2018 and in exercise of powers conferred under sub section 1 of section 144 Cr. P. C. do hereby prohibit/ban carrying of licensed firearms, fire crackers and other explosive materials and direct all the arms license holders of the jurisdiction more specifically specified in the undernoted schedule deposit their weapon to their respective police stations with immediate effect and until further orders.

SCHEDULE

Act	Jurisdiction
Carrying of licensed arms/firecackers/ Other Explosive Materials	entire Sadar Sub Division
Deposition of Licensed Weapon	Mahestala & Rabindranagar PS.

Given under my hand and seal on this 02/05/2018.

Sd/–
[Y. Ratnakara Rao, IAS]
District Magistrate,
South 24 Parganas

৮৬০/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৪.০৫.২০১৮

মহানগরে

উৎপাদন ও ভাবনার ভুলেই কলকাতায় জলসঙ্কট

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুরসংস্থা সূত্রের খবর, পলতাস্থিত ইন্দিরা গান্ধি জলপ্রকল্প, গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প, ধাপা জল প্রকল্প, ওয়াটগঞ্জ জলপ্রকল্প ও জোড়াবাগান জলপ্রকল্প শহরের এই পাঁচটি জল শোধনাগারের মাধ্যমে পরিস্রুত জল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ২৪টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও তিনটি হেডওয়ার্কের মাধ্যমে সমগ্র কলকাতায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা। পুর জল সরবরাহ দফতরের উদ্দেশ্য হল, ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার রোধ করে শহরের সর্বত্র পরিস্রুত জল সরবরাহ করা। পুর জল সরবরাহ দফতরের উদ্দেশ্য হল, ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার রোধ করে শহরের সর্বত্র পরিস্রুত জল সরবরাহ করা। শহরের এই পাঁচ জলপ্রকল্প থেকে দৈনিক ১৮০ কোটি লিটার পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদিত হয়। এর বাইরে রয়েছে গভীর নলকূপ থেকে তোলা ভূগর্ভস্থ পানীয় জল এবং অগভীর নলকূপের জল। কলকাতা পুরসংস্থার হিসাবে কলকাতা মহানগরের প্রকৃত জনসংখ্যা কমবেশি ৪৫ লক্ষ। সেই হিসাবেই মাথা পিছু দৈনিক ৪০০ লিটার পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়ার কথা। আর এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবটা মাথায় রেখেই বারংবার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, কলকাতা মহানগরের গুটি কয়েকটি পকেট বাদ দিয়ে এই মহানগরের কোথাও কোনও পরিস্রুত পানীয় জলের সংকট নেই। তাহলে খুবই কঠিন প্রশ্ন হল, কলকাতায় জলসংকটের

প্রশ্ন বারেবারেই প্রতি বছরই উঠছে কেন? প্রায় প্রতি বছরই বিরোধী দলের পুর প্রতিনিধিরা পানীয় জলের সংকট নিয়ে কেন্দ্রীয় পুরভবনের মেয়রস গেটে হত্যে দিচ্ছেন কেন? এ বছরের গরমের শুরুতেই পানীয় জল নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে রয়েছেন শাসকদলের পুরপ্রতিনিধিরাও। এ শহরের দুই বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, কী হিসাবে ধরা হল কলকাতার জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ। এই শহরে কর্মব্যস্ততার দিনগুলিতে দুপুরবেলা মহানগরের লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় এক কোটি ২০ লক্ষ। আর এই অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা সপ্তাহের ছ'দিনের ২৪ ঘন্টাই এই শহরে থেকে যান কাজের স্বার্থে। তাহলে তাদেরও তো ওই ৪৫ লক্ষ স্থায়ী শহরবাসী সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। জলসংকটের আরও একটি অতি দৃষ্টান্তমূলক বিষয় হল 'লিকেজ' সমস্যা। এডিবি-র সমীক্ষা অনুযায়ী কলকাতায় কমবেশি ৫৭০০ কিলোমিটার (প্রায় ৩০ শতাংশ) দীর্ঘ পাইপলাইনের বিভিন্ন ছিদ্রপথে প্রতিদিনই কমবেশি ৫৪ কোটি লিটার নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং দৈনিক উৎপাদিত জলের ১২৬ কোটি লিটার পরিস্রুত পানীয় জল মহানগরবাসীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। পুর-তথ্যানুযায়ী এই রোজ ফেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট হওয়া জল দিয়ে প্রায় ৩৮ লক্ষ শহরবাসীর দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো যেতে বলে এক কেন্দ্রীয় সংস্থার পর্যবেক্ষণ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মশালায় কাউন্সিলররাই অনুপস্থিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থায় মোট পুরপ্রতিনিধির সংখ্যা ১৪৪ (এর মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন আর একজন রাজ্যসভার সাংসদ)। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধি ১২১ জন, জাতীয় কংগ্রেসের তিনজন, বিজেপির পাঁচজন আর বামফ্রন্টের পুরপ্রতিনিধি ১৫ জন। অথচ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল চার মাসব্যাপী ঢাকঢোল পিটিয়েও পুর স্বাস্থ্য দফতর আয়োজিত গত ২৮ এপ্রিল মধ্য কলকাতার রবীন্দ্র সদনের 'প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ভেক্টর-বর্ন ডিজিজ' কর্মশালায় তৃণমূল পুরপ্রতিনিধির উপস্থিতি মাত্র ৩২ জন আর বিরোধী দলের প্রতিনিধি মাত্র ৯ জন। অথচ সে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মহানাগরিক তথা রাজ্যের তিন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের পূর্ণমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, পুর অধ্যক্ষা মালা রায়। তা সত্ত্বেও তৃণমূল পুর প্রতিনিধির উপস্থিতির শতকরা হার মাত্র ২৬। সদনের আসন ভরিয়েছে এই মহানগরের শতাধিক বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শহরের প্রায় ৩৫টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অথচ মূল যাদের প্রয়োজনে এই মহতী কর্মশালা তাঁদের উপস্থিতি নিয়েই যতো অস্বস্তি।

মহানগর থেকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের কাজটা পুর স্বাস্থ্য দফতরের হলেও এই কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে পুর জঞ্জাল অপসারণ দফতর পুর নিকাশি দফতর ও পুরসভা দফতর। অথচ সেই গুরুত্বপূর্ণ দফতরে দক্ষ মেয়র পরিষদরাই কর্মশালায় অনুপস্থিত। অনুষ্ঠান স্থল দক্ষিণ কলকাতা বা উত্তর কলকাতা, ওটা বড়ো বিষয় নয়।

অধিকাংশ পুরপ্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের কর্মশালার গুরুত্বই বোঝার চেষ্টা করে না বা তাঁরা এতোটা ব্যস্ত যে বোঝার চেষ্টাই করে না। তাই পুর প্রতিনিধি বা বরো অধ্যক্ষ বা মেয়র পারিষদের উপস্থিতি মহানাগরিককে বিড়ম্বনায় ফেলল।

বাহাত্তরে সাইত্রিশ, কর্মবিরতি উঠল হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির অনুমোদিত সংখ্যা হল ৭২। ছিল ৩০। বিলম্বিত হচ্ছিল বিচার। আরও বিচারপতি নিয়োগ, স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্তির দাবিতে শুরু হয় আইনজীবীদের কর্মবিরতি। ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে কর্মবিরতির মেয়াদ। প্রাণ ওষ্ঠাগত বিচারপ্রার্থীদের। অবশেষে আইনজীবীদের কর্মবিরতি উঠল গত ১৯ এপ্রিল থেকে দু'দফায় ৭ বিচারপতি নিয়োগ হওয়ায়। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও স্থায়ী হলেন একই সাথে। এখনও ৩৫টি বিচারপতির পদ খালি। তবুও ৬৯ দিনের কর্মবিরতি তুললেন আইনজীবীরা। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কর্মবিরতি তোলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। 'বিচারের অধিকার ভূলুণ্ঠিত।' শিরোনামে বিচারপ্রার্থীদের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে ৭ এপ্রিল তারিখের আলিপুর বার্তার প্রথম পাতায়। এর পরেই আইনমন্ত্রী অনুরোধ জানান কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার। অবশ্য এর পরেও কর্মবিরতির মেয়াদ বেড়ে যায় ১১ মে পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত পাল্টায় বিচারপতি নিয়োগের কেন্দ্রীয় নির্দেশনামা বেরোনর পর। স্থায়ী প্রধান বিচারপতির ছাড়পত্র এসে যায় একই সঙ্গে। ছেদ পড়ে কর্মবিরতিতে, সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্যে। বার অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তা অবশ্য বিচারপ্রার্থীদের দুভোর্গের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এতেই স্বীকৃতি পেয়েছে সাধারণের যন্ত্রণা। এখন বিচারের বিলম্বিত লয় কাটে কিনা সেটাই দেখার।

বিনা যুদ্ধে জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পরে ত্রিস্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ৪৮৮৩। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ১৭৮৯ জন। পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন ৯১৩।

এর মধ্যে ২৯৬ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে জেলা পরিষদে মোট ৮১। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ২৮ জন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী দিনে বিনা যুদ্ধে জয়ের আসন আরও বাড়তে পারে।

লজ্জা : এই সেই সরসুনা ল' কলেজ। বেহালা তথা সরসুনা বাসী দিন মজুর মানুষজন থেকে সাংসদ-বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ভবিষ্যতের আইনজ্ঞ তৈরির এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার খবরাখবর যত না পাওয়া যাচ্ছে তার তুলনায় মহিলা কর্মীদের উপর যৌন হেনস্থার খবর প্রধান প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। আগামী ১১ মে-র মধ্যে পুলিশের ডেপুটি কমিশনের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে রাজ্য মহিলা কমিশন। অবাক লাগে, আইনজীবী তৈরির প্রতিষ্ঠানে যৌন হেনস্থার খবর।

তথ্য : বরুণ মণ্ডল, ছবি : তাপস রায়।

ঘুমে সুস্থ শরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ তম বিশ্ব ঘুম দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার সমনস স্লিপ ক্লিনিক এবং ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর স্লিপ রিসার্চ এবং ওয়ার্ল্ড স্লিপ সোসাইটির যৌথ উদ্যেগে এক আলোচনার আয়োজন করেছিলেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

পৃথিবীতে ৪৫ শতাংশ মানুষের ঘুমের সমস্যা রয়েছে। একজন মানুষ তার জীবনের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়ে দেন ঘুমের মধ্য দিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন জীবনে চলার পথে সঠিক পরিমানে ঘুম প্রয়োজন। না হলে শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় এবং শরীরের বল নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পরিমানের ঘুম। ঘুমের জন্য যা যা করণীয় সে বিষয়েও আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোতে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে ওঠা খুবই প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নিয়মিত ঘুম নিয়ন্ত্রণ হবে। এবং ঘুম আসতেও দেরী হবে না। দিনের বেলা ৪৫ মিনিটের বেশি ঘুমোনো একদমই উচিত নয়। ঘুমোতে যাওয়ার চার ঘন্টা আগে অতিরিক্ত পরিমানে নেশা করা উচিত নয়। কফি, চা, চকোলেট এবং বিভিন্ন সোডা ঘুমতে যাওয়ার ৬ ঘন্টা আগে খেলে ঘুম আসতে দেরী হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে শরীরে বিভিন্ন অসুখ দেখা দিতে পারে। খুব বেশি মিষ্টি জাতীয় এবং ঝাল মশলা জাতীয় খাবার রাতে খাওয়া উচিত নয়। ঘরকে ঘুমের উপযুক্ত করা উচিত। কোনও মতেই অফিসের চাপ বা অন্যান্য চাপ নিয়ে ঘুমোতে যাওয়া উচিত নয়। সঠিক পরিমানের ঘুম সুস্থ শরীর।

টিকাকরণে মুক্তি

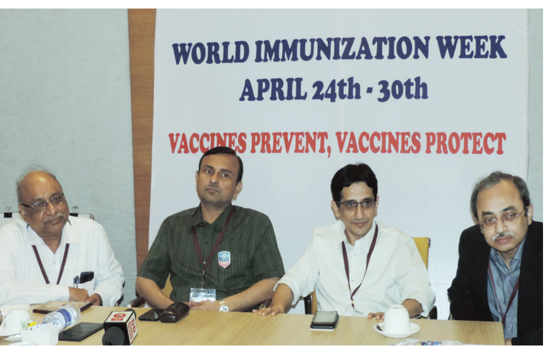

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব টিকাকরণ দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ পেটিয়াট্রিক আকাদেমির বিভিন্ন ডাক্তারদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ২৮ এপ্রিল ২০১৮। তাঁরা বলেন, নিউমোনিয়া এবং ডায়েরিয়ার টিকাকরণে প্রতি ৬ মিনিট অন্তর একটা করে শিশুর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। আকাদেমির চিকিৎসক অরুণ মাঙ্গলিক বলেন, টিকাকরণই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় যা শিশুদের ডায়েরিয়া এবং নিউমোনিয়া থেকে বাঁচাতে পারে। ইন্ডিয়ান আকাদেমি অফ পেটিয়াট্রিক ইনফেকশাস ডিজিজ-এর চেয়ারপার্সন ডাঃ শ্যাম ককরেজা বলেন, শিশু অবস্থায় টিকাকরণের মাধ্যমে পোলিও, ডিপথেরিয়া, মামস, রুবেলা, হেপাটাইটিস-বি ইত্যাদি রোগের নির্মূল সম্ভব। এখন টিকাকরণের মাধ্যমে রোগ নির্মূলের জন্য ডিসেম্বর ২০১৮-তে ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি জন্য বদ্ধ পরিকর তারা।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

দলিত মুসলিম আদিবাসীদের নির্যাতন ও সাংবিধানিক অধিকার আদায়ে রাজপথে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার দুপুরে শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে১৯ দফা দাবি নিয়ে দুটি বিশাল মিছিল ধর্মতলাতে একত্রিত হয়ে রেডরোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে এসে একত্রিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে মিছিল হয়। মিছিল শেষে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে এক সমাবেশে বিভিন্ন বক্তারা দেশের সর্বত্র শিশু নারী সহ দলিত মুসলিম আদিবাসী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন এবং প্রতিবাদে সামিল হন। আগামী দিনে রাজ্যের দলিত আদিবাসী মুসলিমদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে একসাথে আন্দোলন করার অঙ্গীকারও করেন।

এদিনের মিছিলে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমীর কুমার দাস, শরদিন্দু উদ্দীপন, নুর উদ্দিন কামরুজ্জামান, আনোয়ার হোন কাসেমী,সুচেতা গোলদার,সুব্রত বাঁটুল,প্রশান্ত বিশ্বাস, সজল মল্লিক, বীরেন মাহাতো সহ সংবিধান বাঁচাও কমিটির কোর কমিটির সদস্যরা

পঞ্চায়েতে প্রভাব ফেলব, বাকিটা লোকসভায় : দিলীপ

অকপট দিলীপ ঘোষ

কমিশন, হাইকোর্ট, বাক্যবাণে সরগরম পঞ্চায়েতের নির্বাচনী মঞ্চ। সামনে আসছে লোকসভার নির্বাচন। বিজেপির রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষের মুখোমুখি হয়েছিলেন জয়ন্ত চৌধুরী। খোলাখুলি জানলেন বাংলায় বিজেপির আগামী পদক্ষেপের নানা কথা।

প্রশ্ন : গ্রামে গ্রামে আপনাদের সমর্থক নেতারা কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। ব্লক লেভেলে স্থানীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা?

দিলীপ : যে ধরনের প্রশাসনিক অত্যাচার চলছে। ফলে মানুষ সাহস পাচ্ছে না। এই যে কলকাতার আশে পাশে আমরা নমিনেশন কম করতে পেরেছি। কারণ ভয়ের পরিবেশ। কিছু কিছু তৃণমূলের স্থানীয় বাহুবলী নেতা আছে তারা পার্টির কাছে নিজেকে জাহির করতে ব্যাপারটা বেশি করছে।

প্রশ্ন : মমতা হাতে তুলে দিচ্ছে ক্ষমতা বিজেপিকে, এমন একটা প্রচার চলছে। কিন্তু জনমানসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বহু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বা ব্যর্থতা বলুন এইসব প্রচারের আলোতে সেভাবে আসছে না। বিশেষ করে ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি, কাট মানির খেলা চলছে। সেগুলি প্রচারে আসছে না।

দিলীপ : আমার ভাষণ শুনুন। ইউটিউবে দেখে নিন। পায়খানার টাকা খাচ্ছে। আবাসনের টাকা খাচ্ছে। আমি তো এমনও বলেছি পায়খানার দরজা এত ছোট হয়ে গেছে যে পার্থ বাবু কোনওদিন ঢোকার চেষ্টা করলেও ঢুকতে পারবেন না। ঢুকলে বেরোতে পারবেন না। মানুষকে স্বচ্ছ প্রশাসন, হিংসামুক্ত রাজনীতি দেব এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

প্রশ্ন : প্রচারটা শুধু একমুখী হয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন বনাম হিন্দুত্ব। উন্নয়ন সেভাবে সামনে আসছে না।

দিলীপ : প্রচার তো আমরা তো এখনও শুরুই করিনি। আমি একাই যাচ্ছি, কর্মিসভা করছি। পাবলিক মিটিং যেহেতু ডিলে চলছে। যারা পাবলিক নেতা আছে তারা ভাষণ দেবেন। আমি ব্লকে ব্লকে গিয়ে কর্মিসভা করছি যাতে মনোবলটা বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি। এর ফলে ৩৮ হাজার নমিনেশন করেছিলাম। ৩১ হাজার টিকে আছে। বিজেপির এই রূপটা বাংলা আগে কখনও দেখে নি। মনোবল আর উৎসাহ এই নিয়েই আমরা লড়ব।

প্রশ্ন : উন্নয়নের টাকা কেন্দ্রের থেকে প্রচুর পরিমানে আসছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রের টাকা মেড ইন টিএমসি করে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে তা নিয়ে কিছু কিছু প্রচার হচ্ছে। উজালা যোজনা, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রচারে আসছে না। বিশেষ করে খুব গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা যোজনায় ব্যাঙ্কগুলো ঋণ দিচ্ছে না।

দিলীপ : মুদ্রা যোজনার সমস্যা হচ্ছে যাদের জন্য মুদ্রা যোজনা তাদের ঋণ দিচ্ছে না। ব্যাঙ্কগুলো তাদের যে পুরনো গ্রাহক আছে তাদেরকেই দিয়ে দিচ্ছে। ১৩ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দেখাচ্ছে। ভাল, ওপরের দিকে নাম আছে। আপনি জিজ্ঞাসা করুন পরিচিত ছেলেপুলে পেয়েছে কি? পায়নি। তাহলে ১৩ হাজার কোটি টাকা গেল কোথায়? প্রথম হল ভয়। টাকা ফেরত আসবে কিনা। দ্বিতীয় হল টিএমসির চাপ। বাইরের লোককে দেওয়া যাবে না। দেখাতে হবে সরকারকে। বলবে আমরা তো দিয়েছি লোন। কাকে দিয়েছে। সেটা ক্লিয়ার নয়। মুদ্রা যোজনার উদ্দেশ্যটাই এখানে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা সাবলম্বী হচ্ছে না।

প্রশ্ন : এগুলোকে কি আপনারা আন্দোলনে আনবেন?

দিলীপ : এগুলো আসবে। ম্যানিফেস্টোতে এগুলো রয়েছে। প্রচার যখন শুরু হয়ে যাবে এগুলো আসবে।

প্রশ্ন : দেখা যাচ্ছে রাজ্য সরকার বড় বড় মিডিয়ায় পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পও রাজ্যের নামে প্রচার পাচ্ছে। আপনারা কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে কি প্রচারের কথা ভাবছেন?

দিলীপ : এরাজ্যের সরকারের টাকা তো প্রচারেই বেশি ব্যয় হচ্ছে। দুটাকা কিলো চাল কেন্দ্রের প্রকল্প মানুষ এখন এটা বুঝে গেছে। এখনও নির্বাচনী প্রচার শুরু হয় নি। হলে আমরাও এগুলো নিয়ে ভাবব। যেখানে যাচ্ছি বলছে, বাড়ি তৈরির জন্য দু লক্ষ টাকা দিয়ে ৩০ হাজার করে টাকা চাইছে। সকলে বলছেন, ঠিক বলেছেন এটাই হচ্ছে। পায়খানার ৭ হাজার টাকা কেন্দ্রের, ৫ হাজার টাকা রাজ্যের। উল্টে এক হাজার টাকা চাইছে। মানুষ বলছেন এটাই ঘটবে।

প্রশ্ন : মোদি কেয়ার কিনা নিয়ে এরাজ্যে সেভাবে প্রচার নেই কেন?

দিলীপ : এ রাজ্য সরকার প্রথম বিরোধিতা করছে। আমরা টাকা দেব না বলেছেন মমতা ব্যানার্জী। নাটক করছিল। আমি হাসছিলাম এরপর মেনে নিয়েছে। বিরোধিতা করলে এ রাজ্যের লোক বঞ্চিত হবে। এসব স্টান্টবাজি চলছে। আপনি বলছেন মানুষ বোঝে না। সব বোঝে। ভোট সমীক্ষার গ্রাফ আমাদের পক্ষে ৩০ শতাংশে যাচ্ছে। মানুষ না বুঝলে হচ্ছে কেন? এটাই পঞ্চায়েতে ফ্যাক্টর হয়ে যাবে। বাকিটা লোকসভায় বুঝে নেব।

প্রশ্ন : লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলছেন রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আপনি কি মনে করেন?

দিলীপ : সোমনাথবাবু না। আমি প্রেস কনফারেন্স করে প্রথম বলি। আমাদের মন্ত্রী বাবুলও বলেছিল। সোমনাথবাবু সেটাকে সমর্থন করেছেন। বলেছেন, হ্যাঁ সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন : ২০১৯শে লোকসভা ভোট। আপনারা কেমন আশা করছেন?

দিলীপ : ফিফটি পারসেন্ট। আমাদের সভাপতি ২২শে বেঁধে দিয়েছেন। আমি বলছি ২২শে আটকে থাকবে না। দিদির সঙ্গে আমরা জায়গা পরিবর্তন করে নেব।

প্রশ্ন : পাঠ্যক্রম থেকে নেতাজিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আপনারা এ নিয়ে কিছু ভাবছেন?

দিলীপ : অবশ্যই। আমরা আসলে নেতাজি সহ মনীষীদের পাঠ্যক্রমে আনব। আপনারা হয়তো একে গেরুয়াকরণ বলবেন। কিন্তু আমরা জাতীয়তাবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী।

প্রশ্ন : পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনারা কেমন ফল করবেন?

দিলীপ : এটুকু বলতে পারি বিজেপি সবচেয়ে ভালো ফল করবে।

মাঙ্গলিকী

বন্ধুদল ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ ক্লাব সম্মুখবর্তী এলাকায় ক্লাব সভাপতি, ক্লাব সহ সভাপতি সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সম্পাদক ১২ নম্বর বরো–চেয়ারম্যান তারক সিং ও আরও অনেক গুণীজনের উপস্থিতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত 'মঙ্গলদীপ জ্বেলে' ক্লাবের মহিলারা পরিবেশন করেন। গুণীজন সম্বর্ধনা শুরু হয়। গুণীজনদের মধ্যে সর্বশ্রী ড. প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, ড. সুমন ঘোষ, বৈশাখী ঘোষ রায়, প্রীতি মিশ্র, রীনা দাস, সুস্মিতা সাঁপুই, গায়ত্রী পাণ্ডা, পিটার ডিরোজিও, মলয়দা, অয়ন ভট্টাচার্য, পরিমল কান্তি বিশ্বাস। তারপর শুরু হয় সঙ্গীত ও নৃত্য, সঙ্গীতে অরুণিমা ঘোষ রায় ও সহশিল্পীরা এবং আরও অনেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন এবং নৃত্য পরিবেশন করেন সঙ্গীতা রাহা, সুস্মিতা দাস (শিল্পা), সুস্মিতা দাস (মাম্পি), অরুণিমা ঘোষ রায়, অনিন্দিতা ঘোষ রায়, অস্মিতা মাইতি, অন্নপূর্ণ রায়, মধুরিমা প্রামাণিক, সুব্রত পোড়ে, সুমন্ত মণ্ডল, আকাশ কুমার জয়সওয়াল, চয়ন পালিত , মৌপ্রিয়া প্রামাণিক, সুস্মিতা দাস, মধুমিতা দাস ও আরও শিশুশিল্পীরা।

নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সুস্মিতা দাস (শিল্পা), সঙ্গীতা রাহা, মধুরিমা প্রামাণিক এই সমস্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দেবাশিস মাইতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি মহিলা দ্বারা পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ক্লাবের শিবানীদেবী, মমতা দাস, সোনালী দাস, টুলু দেওয়ান, শুক্লা দাস, রীতা দাস। সমগ্র অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ক্লাব সম্পাদক উত্তম দাস ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাবলু দাস।

যোগাসন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ এপ্রিল রবিবার হাওড়া মল্লিক ফটকে বাদামী দেবী শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে সামরিয়া সেবা ট্রাস্টের আয়োজনে একদিনের যোগ সেবা প্রশিক্ষা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পাস হল। উদ্বোধন করেন ট্রাস্টের পক্ষে সীতারাম বাজোরিয়া ডাঃ এলসী রাধা ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে প্রমুখ। গুণীজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এস কে আগরওয়াল (দি গ্লোবাল আকাদেমি অধ্যক্ষা) তিনি শিশুদের কিছু সহজ যোগাসন শিক্ষা দেন। এছাড়া মঞ্চে ছিলেন ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, ডাঃ অমরনাথ দাস, ডাঃ উমানাথ দাস, জয়ন্ত দাস, কাকলী পাত্র, শরণেন্দু দাস, সুধাংশু পাত্র।

পরিচালক সুজিত চক্রবর্তীর বাংলা কমেডি ছবি 'হুলুস্থুলু' ছবির শ্যুটিং–এর একটি দৃশ্যে অভিনয় রয়েছেন অনামিকা সাহা।

অনিন্দ্য সাগর এর নতুন ছবি 'বাজলো প্রেমের ঘন্টা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : নরেন্দ্রপুর সিলেক্ট হাউসের পর টালিগঞ্জের ঝোরো বস্তিতে চলছে পরিচালক অনিন্দ্য সাগর এর নতুন ছবি 'বাজলো প্রেমের ঘন্টা' ছবির শ্যুটিং। পরিচালক ছবির গল্প সম্পর্কে যা জানালেন তা এই ওই অটো রিক্সা করে। এইভাবে একদিন ওদের দুজনের মনে মনে ভালোবাসার সূত্রপাত হয়। কিন্তু কেউ কাউকে সে কথা প্রকাশ করতে পারে না। প্রতিমার বান্ধবী কাজল ওই একই কলেজে পড়ে, কাজল মোটেই প্রসাদকে

অভিনয়ে : বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, অভিষেক চ্যাটার্জি, কৌশিক ব্যানার্জি, প্রিয়া সেনগুপ্ত, জিনিয়া, ভোলা তামাং, পরিনীতা মুখার্জি, নীল, নিকিতা ভদ্র, প্রদীপ দাস, দেবাশিস মণ্ডল এবং আর্য্য চন্দ্র ও পায়েল দেব।

প্রকার বস্তির ছেলে প্রসাদ যার মা, বাবা কেউ নেই মামার কাছে মানুষ। বিভিন্ন কাজ করে ও অটো রিক্সা চালিয়ে উপার্জন করে কিছু টাকা জমায় বস্তিতে স্কুল করার জন্য। প্রসাদ নাইট কলেজে পড়ে অন্যদিকে বস্তির মানুষদের লেখাপড়া শেখায়।

একদিন এক শিল্পপতির মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করে। তারপর থেকে প্রসাদ প্রতিমাকে প্রতিদিন কলেজে নিয়ে যায় আবার নিয়ে আসে দেখতে পারে না। একদিন কাজল প্রসাদকে অপমান করে ইংরাজিতে গালাগাল দেয় অশিক্ষিত বলে। টনি কাজলকে ভালোবাসে কিন্তু যেদিন প্রসাদ কাজলকে টনির হাত থেকে বাঁচায় সেদিন কাজল, প্রতিমা ও কলেজের সবাই বুঝতে পারে প্রসাদও শিক্ষিত। কাজলকে প্রসাদকে ভালোবাসতে শুরু করে। ওদিকে বস্তির মেয়ে উষা, যে প্রসাদের ছেলেবেলার সঙ্গী সেও প্রসাদকে ভালোবাসে... এইভাবেই গল্প পরিনতির দিকে এগিয়ে যাবে।

কাহিনী–চিত্রনাট্য–সংলাপ ও পরিচালনায় : অনিন্দ্য সাগর।

প্রধান সহকারী পরিচালনায় : অশোক মঠ।

ক্যামেরায় : অনুদেব সর্দার।

সম্পাদনা : অরিন্দম গায়েন।

কস্টিউম : উদ্দীপনা রায়।

প্রচারে : শুভঙ্কর ঘোষ।

এ. এস. প্রোডাকসান এর ব্যানারে ছবিটির গীতিকার ও সুরকার : কে সি দাস।

নেপথ্যে গান গেয়েছেন : কুমার শানু, অন্বেষা ও সুজয় ভৌমিক।

নৈহাটি ঐক্যতান মঞ্চে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নাটক গান্ধারী

সব্যসাচী সান্যাল

মহাভারতের সম্পূর্ণ অধ্যায় জানা না থাকলেও মেগা সিরিয়ালের দৌলতে বিভিন্ন চরিত্র,আর্কষণীয় সংলাপ আর কম্পিউটার গ্রাফিকস এর সাহায্যে রণসজ্জার নানান দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মহাভারতে বর্ণিত বর্ণময় চরিত্রগুলির মধ্য থেকে আলাদা ভাবে কাউকে বিশ্লেষণ করে নাটকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা খুব একটা দেখা যায়না। একসময় শাঁওলি মিত্রের মহাভারত অবলম্বনে নাথবতি অনাথ শ্রুতিনাটক হিসাবে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এখনকার বেশীরভাগ নাটক হাল্কা বিনোদন বা স্থূল বিষয় নিয়ে পরিবেশিত হয়। মহাভারতের চরিত্রগুলোর সাথে নিজস্ব কিছু কল্পনাপ্রসূত সংলাপ আর অশ্রুত ঘটনা যুক্ত করে গান্ধারীকে নিয়ে নতুন আঙ্গীকে কথা থিয়েটার ও প্রতিশ্রুতির প্রযোজনায় ও অজন্তা সেনগুপ্তর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় গান্ধারী নাটকটি সম্প্রতি নৈহাটি ঐক্যতান মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার উপর ভিত্তি করে গান্ধারীর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি ধরাবাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে যেভাবে সাহসিকতার পরিচয় রাখা হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন করা মুস্কিল। তবে মহাভারতের চরিত্রগুলির সাথে বর্তমান সমাজে ঘটে চলা নানা বিষয়ের যোগসূত্র থাকলে আরো ভালো হোত।সামগ্রিক পরিকল্পনা,বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সাবলীল অভিনয় গান্ধারী নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের কাছে উচ্ছসিত প্রশংসা অর্জন করেছে।এই ধরণের অভিনব প্রয়াসকে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের আর্থিক সহায়তা করে নতুন ধরণের নাটক সৃষ্টিতে উৎসাহিত করবে। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনাকে প্রাসঙ্গিক রেখে শুধুমাত্র গান্ধারী চরিত্রটিকে তুলে ধরে সীমিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপনা করা নাট্যকার ও নির্দেশক অজন্তা সেনগুপ্ত প্রশংসার দাবি রাখে।

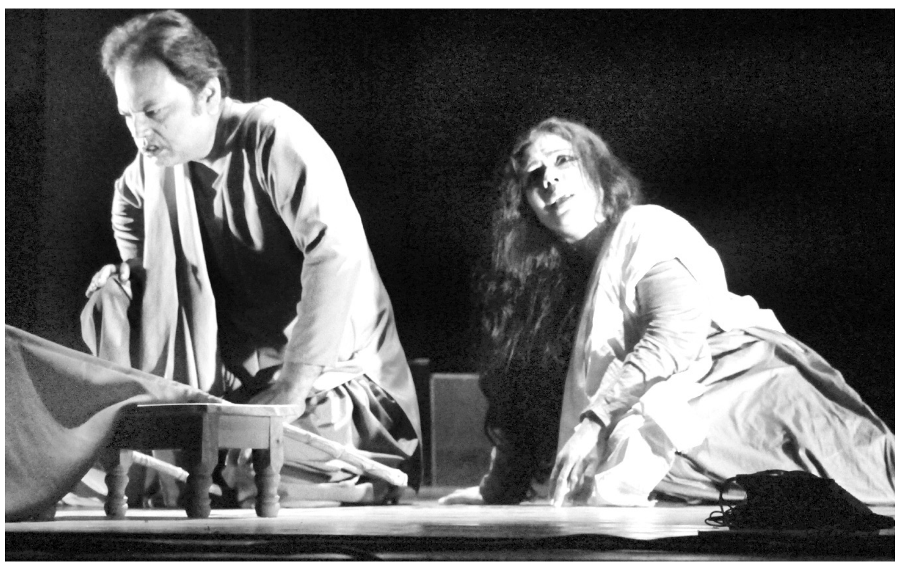

বর্তমান সময়ে আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলা নারীদের প্রতি অসম্মান,জোরপূর্বক নিজেদের অধিকার প্রয়োগের প্রচেষ্টা,যৌন লালসার স্বীকার সেই পৌরাণিক যুগ থেকে চলে আসছে। মহাভারতের আমলে পরিবারের সর্বময় কর্তা,সম্ভ্রান্ত গুণীজনদের ভারী সভায় দ্রৌপদীর প্রতি অসম্মান,বস্ত্রহরণ প্রভৃতি লজ্জাজনক ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে রাজনৈতিক নেতাদের সৌজন্যে আজও এই সমাজে ঘটে চলেছে।এই নাটকের রচয়িতা দুর্যোধনকে তার ব্যক্তিত্ব,মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা,শ্রীকৃষ্ণ নানা ছলনার সাহায্য নিয়ে কৌরব বংশের বীরসেনাদের পদে পদে মিথ্যার জালে অপদস্থ করা ও হত্যা করে কুরু বংশ ধ্বংশ এবং ছত্রে ছত্রে নানা অবিচার ও একজন সৎ সাহসী ধার্মিক বীরের চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি এবং যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর জন্য দুর্যোধন নামের পরিবর্তে প্রতিকী নাম ব্যবহার করা হয়েছে।যদিও নাটকে এই নামবিভ্রাট মহাভারতের মূলরচনা থেকে বিচ্যুতি কতটা প্রসঙ্গিক হয়েছে তা প্রশ্ন থেকে যায়। ঠিক একইভাবে গান্ধারী চরিত্রে চোখ খোলা অবস্থায় অভিনয় গান্ধারীর চরিত্রের প্রকাশে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায় বলে মনে হয়েছে।তবে মহাভারতের অন্যান্য ঘটনাগুলি যেমন একলব্যর প্রতি অন্যায় অবিচার যেখানে গুরু দক্ষিণা হিসাবে তার বুড়ো আঙ্গুল কেটে গুরুকে অপর্ণ করা যাতে দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে ধনুবিদ্যায় ছাপিয়ে না যায় বা 'অশ্বথমা হত ইতি গজ' যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে বলিয়ে দ্রোণাচার্যকে প্রায় বিহ্বল অস্ত্রশূন্য অবস্থায় হত্যা করা। প্রপিতামহ ভীষ্মর শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যুর সময় গভীর যন্ত্রণা বা ভীমের গদাযুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূত উরুতে আঘাত করা,কুন্তী গান্ধারীর মধ্যে ঈর্ষার সম্পর্কগুলো সুন্দর করে নাটকের মধ্যে বলা হয়েছে। নাটকের বর্ণনা অনুযায়ী গান্ধার রাজ্যকে প্রতিবেশী অমরাবতীর রাজ্য ইন্দ্রের সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জন্মান্ধ ধৃতরাষ্টের সাথে বিবাহ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।গান্ধারীর প্রতি অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গান্ধারীর ভাই শকুনি হস্তিনাপুর রাজ্যে গিয়ে তার কুটবুদ্ধি আর পাশা খেলার অসম্ভব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল এবং রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে তার উপস্থিতির প্রয়োজন হস্তিনাপুর রাজ্যে প্রমাণ করেছিলেন। পরিশেষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শতপুত্রের জননী হওয়া সত্ত্বেও একে একে সকলের মৃত্যবরণ মেনে নিতে পারিনি এবং গান্ধারীর শোকতপ্ত মূর্তি নাটকের মধ্যে তুলে ধরাকে দর্শকদের কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় নবকুমার চৌধুরী, অভিনয়ে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্টের পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে আরো একটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল কারণ সংলাপ প্রয়োগের সাথে বেশভূষা মানুষকে নাটকের সাথে নিজেকে কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শিল্পীরা তাদের অভিনয়ে যথাযোগ্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।কলাকুশলী,আলোশিল্পী ও শব্দযন' প্রয়োগ কথক গৌতম ঘোষ,শকুনি শুভজিৎ নন্দী,ভীষ্ম সুজয় সেনগুপ্ত,কোরিওগ্রাফ আকাশ ভৌমিক,পৃথা দেব,শুভজিৎ নন্দী,কোরিওগ্রাফার তপন দাস,আলো মনোজপ্রসাদ,আবহ অদ্রি সেনগুপ্ত,মঞ্চ সুজয় সেনগুপ্ত,পোশাক অজন্তা সেনগুপ্ত,নেপথ্য মনস্বিতা চৌধুরী অনুষ্ঠানটিকে সর্বঙ্গসুন্দর করতে সাহায্য করেছেন। সুযোধনের ভূমিকায় পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য ও গান্ধারীর ভূমিকায় অজন্তা সেনগুপ্তর অসাধরণ অভিনয়,সংলাপ পরিবেশন,নাটকের অনেক ছোটখাটো ত্রুটিকে দর্শকের সমালোচনার উর্ধ্বে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

হাওড়া ম্যাজিক সার্কল–এর বিশেষ জাদু অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ই জানুয়ারি ছিল উপরোক্ত সংগঠনের বার্ষিক জাদুকর সম্মেলন। সারা ভারতবর্ষ ও বিদেশ থেকে তিন শতাধিক জাদুকর উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। আবার ১১ই মার্চ হাওড়া ময়দানে যোগেশ চন্দ্র গার্লস স্কুলে সংগঠন আরও একটি মনোজ্ঞ জাদু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই অনুঠোনেও আশাতীত সংখ্যক জাদুকর যোগদান করেন।

১১ই মার্চের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল অন্ধ্রের যুবা জাদু প্রতিভা শ্রীনিবাসের লেকচার ডেমোনেস্ট্রেশান। যথারীতি অতি সহজ অথচ বাণিজ্যিক ধর্মী বিস্ময়কর জাদুর খেলাগুলি শ্রীনিবাসের প্রদর্শনী ও ব্যাখ্যা গুণে জাদুকর দর্শকবৃন্দের কাছে অতি আকর্ষণীয় হয়। সব খেলাগুলিই শ্রীনিবাস ও তাঁর সহযোগী বরিষ্ঠ জাদুকর শ্রী প্রকাশের আবিষ্কৃত খেলা। এই দুজনেই হলেন জাদু গ্রন্থের 'পোকা'। এর ফলেই তাঁরা কয়েকশতক জাদুর খেলা আবিষ্কার করেছেন যা আজ সারা বিশ্বব্যাপি বহু শত জাদুকর তাঁদের প্রদর্শনীতে ব্যবহার করছেন।

বস্তুতঃ স্যাম দালালের পরেই আজ বিশ্ব জাদু জগতে ভারত উপমহাদেশের সেরা জাদুর খেলার আবিষ্কারক হিসাবে যে দুই জাদুকর বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীনিবাস ও জাদুকর শ্রীপ্রকাশ (এক কালে বিশ্ব জাদু জগতে এশিয়ার সেরা দুই জাদু আবিষ্কারক হিসাবে খ্যাতি পান কলকাতার জাদুকর এডি জোসেফ, সিঙ্গাপুরের জাদুকর ট্যান হক চুয়ান)। শ্রীনিবাস ও শ্রীপ্রকাশকে এদিন হাওড়া ম্যাজিক সার্কল–এর তরফে মেমেন্টো দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এঁদের অনুষ্ঠানের পরেই ছিল নির্বাচিত জাদু শিল্পীদের বৈচিত্রময়, মনোজ্ঞ মঞ্চ জাদু প্রদর্শনী। এইভাবেই এদিনকার সমগ্র অনুষ্ঠানটি জাদুকর দর্শক বৃন্দের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

এই প্রতিবেদক সুদীর্ঘকাল জাদু প্রদর্শনীর সাথে জাদু সংগঠনের কাজেও সক্রিয় ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলবেন– হাওড়া ম্যাজিক সার্কল যতদিন তাঁদের গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে পারবে ততদিনই সার্কল থাকবে। যেদিন এই চরিত্র থাকবেনা সেদিন হাওড়া ম্যাজিক সার্কলও থাকবে না— ইতিহাস তাই বলে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র: সম্প্রতি রবীন্দ্র–ওকাকুরা ভবনে (সল্টলেক) ওস্তাদ আমীর খান ও পন্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে স্মৃতি সঙ্গীত সংস্থা সারাদিন ব্যাপী বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুরুতে রেডিওর প্রাক্তন অধিকর্তা সুনীত চট্টোপাধ্যায় ও সংস্থার সভাপতি ডঃ নির্মলেন্দু কুন্ডু, ওস্তাদ আমীর খান ও পন্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে'র ছবিতে মাল্যদান করেন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। শুরুতে সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ঋতবান কুন্ডু মধুবন্তী রাগে বিলম্বিত খেয়াল ও পরে বন্দিশ পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তবলায় সহযোগিতা করেন রাসগোবিন্দ বেরা ও হারমোনিয়ামে সন্দীপ সেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ সংস্থার ছাত্র ৮৬ বছরের বর্ষীয়ান রাজরতন বাগরি বিভিন্ন রাগে হোলি, দাদরা পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন জয় করেন। তবলা সহযোগিতায় অনিন্দ্য মুখার্জী অনবদ্য। সুরেশ দাগা পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে বিলম্বিত খেয়াল ও পরে বন্দিশ পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। বিশিষ্ট শিল্পী শুভাশিস বসু হংসবীনায় শুদ্ধসারং রাগে বিলম্বিত তিন তাল, দ্রুত তিন তাল পরে কল্যাণী বিলাবল রাগে দাদরা তালে ধুন পরিবেশন করে আপ্লুত করেন। সঙ্গে তবলা সহযোগিতায় সুদীপ্ত চক্রবর্তী অনবদ্য। উদীয়মান তরুণ শিল্পী ধীমান চৌধুরী প্রথমে বৃন্দাবনীসারং রাগে বিলম্বিত খেয়াল ও পরে তিন তাল বন্দিশ ভজন পরিবেশন করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেন। তবলায় সহযোগিতা করেন মনোজ পান্ডে, হারমোনিয়াম সহযোগিতায় রতন নট্ট। বিখ্যাত তবলাবাদক পন্ডিত দেবাশিষ মুখার্জী ও শিষ্য বিবেক সিকদার তিনতালে দ্বৈত তবলা লহরা, প্রথমে উঠান, উপজ ও ঠেকার বিস্তার, কায়দা, রেলা বাজিয়ে শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে। সর্বশেষ শিল্পী সৌম্যজিৎ পাল যোগকোষ রাগে মোহাবিষ্ট করে। আওচার আলাপ, বিলম্বিত এবং দ্রুত তিনতাল গত তথা সমগ্র পরিবেশন করে শিল্পী যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ রাখে তবলায় সত্যজিৎ কর্মকারের সঙ্গত অনুষ্ঠানটিকে হৃদয়স্পর্শী করে তোলে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৌ গুহ ও রাজর্ষি ভট্টাচার্য। সমগ্র প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক সমীর জানা।

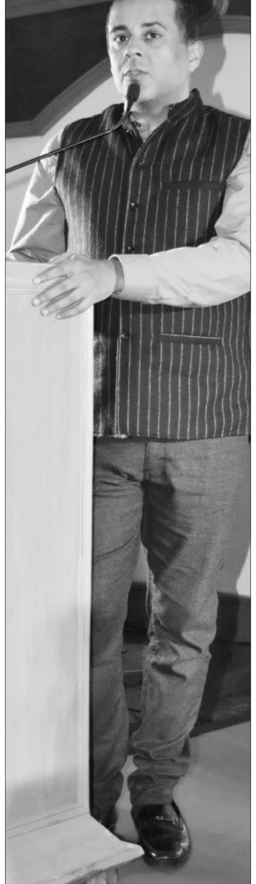

শহরের একটি শিক্ষা সংগঠনের অনুষ্ঠানে লেখক চেতন ভগত। সম্প্রতি এক পাঁচতরা হোটেলে

পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির ব্যবস্থাপনায় দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। প্রথম দিন চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বর্ণাঢ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে গেল। এদিন উল্লেখযোগ্য নিবেদন ছিল আকাশবাণীর শ্রুতি শিল্পী দ্বয় জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসুর শ্রুতি নাটক। তাঁদের কয়েকটি বিশেষ শ্রুতিনাটক উপস্থিত প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শকদের ভালো লাগে। এটিই ছিল এই সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ নিবেদন। অল ইন্ডিয়া জুডিশিয়াল কনফেডারেশন–এর অর্ন্তভুক্ত হুগলির চারটি মহকুমার চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ থেকে বিচারপতি তৎসহ আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। এই দিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের

সাধারণ সম্পাদক সোমেন ঘোষাল জানালেন, এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি আসলে আমাদের মিলন উৎসব। এটি শুধু মাত্র সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানায় ভরপুর কোর্টের কর্মচারীদের একে অন্যের সঙ্গে অনেকদিন বাদে মিলিত হওয়ার দিন। এরপর পরিবেশিত হয় সুপ্রিয় গুপ্তের লোকগীতি। তিনি অত্যন্ত সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল ও দরাজ কণ্ঠে সমবেতভাবে গাইলেন বেশ কয়েকটি গান। সব মিলিয়ে মঞ্চে এক সুন্দর জমজমাট অনুষ্ঠান উপহার ছিল আয়োজক সংস্থা। দ্বিতীয় দিন চুঁচুড়া জেলা পরিষদ ভবনে দ্বিতীয় বার্ষিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন রবীন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী পার্থ সারথি ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণেন্দু শীল, সংগঠনের সভাপতি নবকুমার সাহা প্রমুখরা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

মোহন ডামাডোল আটকাতে যোগ্য প্রশাসক সুব্রত মুখোপাধ্যায়

অরিঞ্জয় মিত্র

শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাব নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। অসুস্থ টুটু বসু সভাপতি পদে থাকতে নারাজ হওয়ার পর থেকেই যত ঝামেলার সূত্রপাত। তারপর পরিস্থিতি এমন দিকে গড়িয়েছে যে সচিব অঞ্জন মিত্র দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন এই পদের। কিন্তু অঞ্জনকে মোহনবাগান সভাপতি হিসাবে দেখতে একদমই চান নি কার্যকরী সমিতির সদস্যরা। এদের মধ্যে চুনী গোস্বামী ও সত্যজিত চট্টোপাধ্যায়রা অগ্রগণ্য। বিশেষ করে চুনী গোস্বামীর প্রতিবাদের পর থেকে শুধু বাগান বলে নয়, পুরো হেলদোল শুরু হয়েছে ময়দান জুড়ে। যা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার পর। দৃশ্যত মোহনবাগানের এই ঝামেলায় বেজায় ক্ষুব্ধ বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী। এমনিতেই আইএসএলের সঙ্গে না যাওয়ার জন্য দেশের ফুটবল মানচিত্র থেকেই বাংলা ক্রমে পিছোতে আরম্ভ করেছে। তার ওপর মোহনবাগানের এই বিড়ম্বনা যেন গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে।দেশের এই ঐতিহ্যশালী ক্লাব যদি এভাবে নিজেদের অভ্যন্তরীন ঝামেলায় জর্জরিত হতে থাকে তাহলে বাংলার ফুটবল কখনোই লাভবান হবে না। এই সারমর্মটা ভালো বুঝতে পেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেজন্য মোহনবাগান ক্লাবের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে তিনি এই মুহূর্তে সেরা তাস হিসাবে সামনে এনেছেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা মোহনবাগান অন্তপ্রাণ সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে চাইছেন সুব্রতবাবু মোহনবাগান সভাপতির দায়িত্ব নিন। এমনিতেই মুখ্যমন্ত্রীর খুব কাছের ক্যাবিনেট মিনিস্টার অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ছোট ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে নাড়ির যোগ। কিন্তু তাও অভিজ্ঞ সুব্রতবাবুকেই মোহন সভাপতি হিসাবে দেখতে চাইছেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান। জানা গিয়েছে, সুব্রত মুখোপাধ্যায় নিজেও মোহনবাগানের দায়িত্ব নিতে রাজি। পঞ্চায়েত ভোট মিটলেই খুব সম্ভবত সুব্রত মুখোপাধ্যায় সবুজ মেরুনের সভাপতি পদে আসীন হয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে ডালমিয়ার মতো প্রভাবশালী কর্তাকে সিএবি থেকে সরাতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা বাংলার মানুষ তথা খেলাধুলা প্রেমীরা কখনোই ভালো চোখে দেখেননি। ফলস্বরূপ, বুদ্ধ লাইন চলে গিয়েছে মাঠের বাইরে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিএবির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ আজও বাংলার মানুষ মাথায় তুলে রেখেছেন। প্রসঙ্গত, জগমোহন ডালমিয়ার মৃত্যুর পর সিএবি সভাপতি হিসাবে মমতার ইচ্ছাতেই জায়গা করে নেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভের আমলে বাংলার ক্রিকেট যে লাইন–লেন্থ মেনে চলছে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। বস্তুত, ডালমিয়ার মতো হেভিওয়েটের জায়গায় সৌরভই যে সেরা চয়েজ সেটা তাঁর অনুধাবন ক্ষমতায় বুঝতে পেরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার মোহনবাগান বাঁচাতে প্রায় একই লাইন নিয়েছেন তিনি। যাবতীয় সমস্যা কড়া ট্যাকলে সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে অত্যন্ত দক্ষ তাও গড়ের মাঠ ভালো মতোই জানে। এর আগে বাংলার আরও এক মন্ত্রী আরএসপি নেতা প্রয়াত যতীন চক্রবর্তী (হরতালদা) মোহনবাগান অন্ত প্রাণ ছিলেন। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর সুব্রতবাবু হলেন নিঃসন্দেহে সেরকমই এক মোহন প্রেমী কর্তা। যার প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় কলকাতার মেয়র পদ থেকে পঞ্চায়েত মন্ত্রীত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এহেন একজন ব্যক্তিত্ব সবুজ মেরুন জার্সির টপ জায়গাটা পেলে আগামী দিনে এই ক্লাব আরও অনেক উচ্চতা ছুঁতে পারে। চুনী গোস্বামীদের সাহায্য নিয়ে এগোলে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ইনিংস অত্যন্ত মসৃণ হয়ে উঠতে পারে। আইএসএল–এর সঙ্গে জোর টক্করের সময় ক্লাব যাতে কোমায় না চলে যায় সেটা দেখাই হয়তো সুব্রতবাবুর কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

মোহন পরিবারে যে কয়েকজনকে খুবই মানিগণ্যি করা হয় তাঁদের মধ্যে সদ্য পদত্যাগী চুনী গোস্বামী ও সত্যজিত চট্টোপাধ্যায় পরিচিত নাম। আরও এক সুব্রত তথা বাবলু ভট্টাচার্য সবুজ–মেরুন জনতার খুব প্রিয় হলেও তিনি এই মুহূর্তে শত যোজন দূরে। আর স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ তথা বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় যেমন মোহনবাগানের পাঁড় সমর্থক, ঠিক তেমনই মোহনবাগান ক্লাবের একজন দাপুটে কর্তা হিসেবে সুব্রতবাবু যে দক্ষতার পরিচয় রাখতে পারবেন তাও মোটের ওপর পরিস্কার। রাজনীতিতে যার হাত ধরে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উত্থান সেই প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি নিজেও খুব বড় ক্রীড়া প্রশাসক ছিলেন। বহুদিন সামলেছেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্ব। সেই অর্থে সুব্রতবাবু হয়তো ফুটবল প্রশাসনে অতটা অভিজ্ঞ নন। কিন্তু ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ হিসেবে সলতে পাকানো সুব্রতবাবু বাগানের সুদিন ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে যে সেরা বাজি তা মানছেন ময়দানের অনেক পোড়খাওয়ারাই।

ক্যারাটেতে কিস্তিমাত

রিম্পি ঘোষ : সম্প্রতি কলকাতার বাগুইআটিতে ভরতশর্মা ক্যারাটে অ্যাকাডেমির পরিচালনায় জাতীয়স্তরের আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় হুগলি জেলার কোন্নগরের কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীরামপুর রাজবাড়ি মাঠ শাখার প্রশিক্ষক আশুতোষ গিরির তিনজন ছাত্র – ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে নেহা জয়সওয়াল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে বিভাগে ব্রোঞ্জ এবং সৃজন রায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে রূপোর পদক জয় করেন। সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান প্রশিক্ষক সেনসি তারকনাথ সর্দার, মৌমিতা চক্রবর্তী ও আশুতোষ গিরি এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন।

নেপালে চ্যাম্পিয়ন সিউড়ির ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আটটি দেশের প্রতিযোগীদের হারিয়ে গত ২৭ এবং ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ‘নেপাল সেখাই কিওকুশিন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ’ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি সোনাতোড়পাড়ার ছাত্রী লামিসা সিদ্দিকি। লামিসা সিউড়ি আরটি গালর্স হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী। বাবা ওয়াসিম রাজা সিদ্দিকি। ক্যারাটে প্রশিক্ষক অভিজিৎ লেট। সিউড়ি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর ইয়াসিন আক্তার লামিসার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

গত ১ এবং ২রা এপ্রিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রামে অনুষ্ঠিত ‘স্টেট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ’ প্রতিযোগিতায় রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলো লামিসা সিদ্দিকি। লামিসার এই সাফল্যে উচ্ছসিত জেলার ক্রীড়ামহল।

পুলিশের ক্রিকেট চেতনা

তাপস রায় : ক্রীড়া ক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষ্যে কলকাতা পুলিশের অনুপ্রেরণায় ও পর্ণশ্রী থানার উদ্যোগে আয়োজিত হল পি এস লেভেল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলের মধ্যে জয়ী বেহালার শকুন্তলা পার্ক নেতাজি সংঘের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল সংশ্লিষ্ট এলাকার থানাগুলি পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে।

ধোনি ধমাকা কী বিশ্বকাপেও

পাঁচুগোপাল দত্ত : আগামী বিশ্বকাপে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে রাখা না রাখা নিয়ে সম্প্রতি জোর বিতর্ক শুরু হয়েছিল দেশজুড়ে। সবার কথার নির্যাসটা ছিল ধোনি তার ফিনিশিং টাচ নাকি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন। তাকে রেখে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করায় অনেকের ওজর–আপত্তি দেখা দিচ্ছিল। বুড়ো ঘোড়া ধোনিকে অবিলম্বে ছেটে ফেলার পক্ষেও মত দিচ্ছিলেন অনেকে। কিন্তু দু বছরের নির্বাসন থেকে বেরিয়ে আসা চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক হিসেবে যে মাহিকে আমরা দেখছি তিনি যেন পিছিয়ে গিয়েছেন ১০ বছর। ২০১১ সালে দেশকে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ এনে দেওয়া টগবগে রিফ্লেক্সে ভরপুর মহেন্দ্র সিং ধোনি যেসব ইনিংস খেলছেন এবারের আইপিএলে তাতে মাহিকে ছাড়া বিশ্বকাপ কোনওমতেই ভাবা যাচ্ছে না। সে ঝুঁকি নিতে বিরাট কোহলি যে রাজি হবেন না তাও জলের মতো পরিস্কার। একদিকে আইপিএলে বিরাট যখন রীতিমতো খাবি খাচ্ছেন তার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু নিয়ে তখন ধোনি বিচরণ করছেন স্বমহিমায়। যেভাবে ক্লোজ ম্যাচে দলকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিচ্ছেন তাতে এটাও সাফ বোঝা যাচ্ছে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এখনও মাহি অন্যতম সেরা ফিনিশার। বস্তুত, একাদশ আইপিএলে এই নতুন ধোনিকে পেয়ে খুশি চেন্নাই তো বটেই, আম ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা।

বেশ কয়েকটি ম্যাচে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার জায়গা থেকে মাহি যেভাবে চেন্নাই এক্সপ্রেসকে টেনে ধরেছেন তাতে লুঙ্গি ডান্সের ধূম উঠেছে ক্রিকেট মহলে। প্রসঙ্গত, এই চেন্নাইয়ের হাত ধরেই এক এক করে উঠে এসেছিল রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, সুরেশ রায়না, রোহিত শর্মারা। তাদের সবাই হয়তো এই দলে নেই। ছিটকে গিয়েছেন দেশের নানা প্রান্তে, অন্যান্য টিমে। কিন্তু মাহির তুখোর ফর্মে ফেরত আসা ভুলিয়ে দিচ্ছে সবার অভাব। এই ধোনিকে যেন বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে নতুন করে তৈরি করছেন। মাঝখানে যে শ্লথ ভাব এসেছিল তা কোথাও চলে গিয়েছে তা তিনি হয়তো নিজেই জানেন না। যেভাবে এই আইপিএল এগোচ্ছে তাতে ধোনি তথা চেন্নাই ব্রিগেডের হাতে কাপ ফের একবার উঠতেই পারে। সেই জয়ী অধিনায়ক টিম ইন্ডিয়ার সম্পদ হয়ে উঠবেন সেটা তো বলাইবাহুল্য।

আশাপূর্ণা দেবী সাঁতার কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত কানুনগো পার্কে নবরূপে নির্মিত ও আলোক সজ্জিত ‘আশাপূর্ণা দেবী সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’টিকে কলকাতা পুরসংস্থা আবার দ্বারোদ্ঘাটন করলো।

পুনরায় সূচনা করলেন পুর উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। বছর দেড়েক আগে এই কেন্দ্রটি নিয়ে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা মিটিয়ে আবার এটিকে সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য খুলে দিল।

এদিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মনীশ গুপ্ত, রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পরিষদ অতীন ঘোষ, স্থানীয় ১২ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ ও স্থানীয় পুর প্রতিনিধি বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। প্রসঙ্গত, এই কেন্দ্রে রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের নিজস্ব হরিণঘাটার ক্যান্টিন ও দ্বিতল ক্যাফেটেরিয়া এখানে গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, কলেজ স্কোয়ারে গত ২৫ এপ্রিল থেকে ফের সাঁতার প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে।

মনের খেয়াল

অশনি সংকেত

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বেকার সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন ব্যতিব্যস্ত তখন প্রধানমন্ত্রীর একটা ইমেইল পেয়ে পারমিতাদি মুখ্য সচিবকে ডেকে পাঠালেন। সরকার সাহেব পৌঁছতেই মুখ্যমন্ত্রী মনিটরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ওটা পড়ুন। ইমেইল পড়া শেষ হতে না হতেই পারমিতাদির প্রশ্ন, কী বুঝলেন?

মুখ্যসচিবকে ইতস্ততঃ করতে দেখে পারমিতাদি বললেন, মিলিটারিতে কেন এত মূক ও বধির লোকের প্রয়োজন, তাই তো? সে নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। সেদিনই তো বেকার সমস্যা নিয়ে বিরোধীরা খুব হৈ চৈ করছিল। চাকরি তো দূরের কথা, মূক ও বধিরদের পড়াশোনাও হয় না। সেখানে এবার সকলের চাকরি হয়ে যাবে।

–কিন্তু ম্যাডাম, ঠিক কী কারণে মিলিটারিতে এদের নিয়োগ করা হবে, জানেন কি?

–তা আমি জানি, প্রধানমন্ত্রী পান্ডেজী আমায় সব বলেছেন। আপনি তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা নিন, আমি প্রেস কনফারেন্সটা সেরে আসছি।

* * *

২০৪৯ সালটা হিতেন মুর্মুদের ভাল কাটে নি, বোবা কালা পটলার জীবনটা তো বরবাদই হয়ে গেছে। হিতেন শুনেছিল কোলাঘাট শহরে নাকি পটলার মত ছেলেদের জন্য ভাল স্কুল আছে। কিন্তু, পটলার মা পাঠাতে রাজী হয়নি। নবান্ন পরবের ঠিক আগের দিন সরকারি একটা চিঠি এল পটলার নামে। পটলা তো পড়েত পারে না তাই হিতেন সেটা পড়ে শোনায় পটলার মাকে। জোনাকির বিশ্বাস যায় না, অবাক হয়ে পটলার বাবাকে শুধোয়, হ্যাঁগো, পটলার কি এত ভাগ্যি? তোর বিশ্বাস যায়? –সরকারি চিঠি! মিছা কথা তো হবেক নাই, তুই কিন্তু, জুনকি, এবার কুনো বাধা দিস নাই। – না না, এবার মুই বাধা দিবক নাই। মোর ছেইলা মিলিটারিতে চাকরি পাইছে, মোর ক্যাত গর্ব।

নবান্ন পরবের দু'দিন পর ঝাড়গ্রামের মিলিটারি ক্যাম্পে পটল মুর্মুকে পৌঁছে দিতে এল ওর বাবা–মা আর বোন জবা। মিলিটারিবাবুটা খুব ভাল, হিতেনকে বোঝালেন, আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না, এখানে ওর ছয় মাসের ট্রেনিং হবে, মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাবেন বা ফোন করে খবর নেবেন। প্রতি মাসে ও যা বেতন পাবে তার অর্ধেক আপনার ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। বাকিটা ও পাবে।

* * *

শারীরিক ভাষায় কত কী যে বোঝানো সম্ভব সে ধারণা পটলের মোটেই ছিল না। আগে ও কেবল হ্যাঁ, না, খিদে বা তেষ্টা পেয়েছে, ব্যথা করছে, ভাল লাগছে এই রকম কয়েকটি ভাব বোঝাতে পারত। এখন বহুপ্রকার অনুভূতি বোঝাতে এবং ভাব প্রকাশ করতে ও পারে। তিন মাস ট্রেনিং হবার পর পটলের ব্রেনে একটা অপারেশন করে একটা ন্যানোচিপ বসানো হল। এখন পটল শব্দও শুনতে পাচ্ছে। শব্দ শুনতে সক্ষম হলেও সাঙ্কেতিক ভাষার ট্রেনিং কিন্তু পটলকে নিতেই হচ্ছে। সাঙ্কেতিক ভাষার ট্রেনিংকালে ওদের ফিল্ম দেখানো হয়, তাতে এক ধরনের বিচিত্র প্রাণী অঙ্গভঙ্গী করে সাঙ্কেতিক ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করে। হাতে ধরা একটা ট্যাবের বোতাম টিপে পটলরা উত্তর দিয়ে বোঝায় ওরা কী বোঝাতে চাইছে। পটলের আগে ধারণা ছিল প্রাণীগুলো কার্টুনের কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু, এখন জেনেছে, ওগুলো নাকি ভিন্ এক নক্ষত্র জগতের প্রাণী।

* * *

পটলের টিমে মোট ৫০০ জনের ট্রেনিং হচ্ছিল। এদের মধ্যে ৩৩৬ জন এখন শুনতে পায়। ঠিক হয় যে এই কয়েক জনকেই আপাততঃ টেলিপোর্ট করে কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে। আবার কবে বাড়ি ফেরার সুযোগ হবে সে জন্য সকলের বাবা–মা ভাইবোনরা দেখা করে গেল।

পটলের ঘুম ভাঙল সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশে। একটা ছোট ঘরে ও একা। ঘুমের ঘোর কাটতে না কাটতে ঘরের কোণে রাখা একটা মনিটরে ওর চোখ পড়ল। পর্দায় ভাসছে ভিন্ নক্ষত্রের প্রাণীদের একটি হাসি হাসি মুখ। ট্রেনিং–ফিল্মের প্রাণীদের চেহারার তুলনায় এই মুখ ও মুখের মালিকের চেহারাটা অনেকটা মানবোচিত। পটলের একবার মনে হল, এই প্রাণীটি নারী, মুখটা অনেকটা ওর বোন পারুলের মত। পর্দার প্রাণীটি সাঙ্কেতিক ভাষায় পটলের কাছে জানতে চাইল, শরীর ঠিক আছে তো? পটলও ইশারায় জানালো, ও ভালো আছে। পরের প্রশ্ন, চা না কফি? পটল জানাল, কফি!

মিনিট পাঁচেক বাদে শাড়ি পরা একটি মেয়ে–প্রাণী এক কাপ গরম কফি এনে পটলকে দিয়ে গেল। এবারও পটল লক্ষ্য করল, ফিল্মের প্রাণীদের তুলনায় এদের চেহারা অনেক সুন্দর ও মার্জিত। মেয়ে–প্রাণীটি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বুঝিয়ে দিল, এই ঘরের কোন্ দরজার পিছনে কী আছে আর বলল এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিতে।

কফিটা খেয়ে পটল অনেকটা তরতাজা অনুভব করল। ঘরের দু'দিকে দু'টো জানলা আছে। কৌতূহলী হয়ে একটা জানলার পর্দা সরিয়ে দিতেই পটল বিস্মিত! বাইরের দৃশ্যটা ওদের গ্রামের। বাইরে ঝলমলে রৌদ্র। ও ঠিক বুঝতে পারে না ও ঠিক কোথায় আছে। একটু ধাতস্থ হয়ে অন্য জানলাটার দিকে এগিয়ে গেল। পর্দাটা সরাতেই আর এক ঝটকা খেল পটল। বাইরেটা বেশ অন্ধকার, চোখটা একটু সয়ে যেতেই ওর মনে হল বাইরেটা আসলে জল।

এখন অত ভেবে কাজ নেই, নিশ্চয়ই ক্রমশঃ সব জানতে পারা যাবে। পটল প্রস্তুত হতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে–প্রাণী এসে ইশারায় বলল ওকে অনুসরণ করতে। মেয়েটির সঙ্গে এসে যে ঘরে পৌঁছল, সেখানে আরও কয়েক জন ছিল।

* * *

হিতেন আর জোনাকি মুর্মুদের এখন খুব ভালো অবস্থা। পটলের সঙ্গে প্রায় রোজই কথা হয় জোনাকির। পটল মা বলতে অজ্ঞান, ওখানকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পটল ওর মাকে সব কিছুই ইশারা করে বলে। মাঝে মাঝে ৫৬২ নম্বর মেয়েটির কথাও পটল ওর মাকে জানায়। পটলের আব্দারে মেয়েটির সঙ্গে জোনাকিও মনের কথা ও ভাব বিনিময় করে ইশারায়। মুখে হাসি হাসি ভাব থাকলেও জোনাকির অন্তরে এক বিরাট প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারে। ৫৬২ কি জোনাকির কাছ থেকে পটলকে ছিনিয়ে নেবে?

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com